জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

মৃত্যুমিছিল চলছে

সারের জেরে একই দিনে চার মৃত্যু রাজ্যে। সামশেরগঞ্জ ও লালগোলায় শুনানি-আতঙ্কে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ২ জনের মৃত্যু। গঙ্গারামপুরে আত্মঘাতী পরিযায়ী শ্রমিক। কলকাতার মুকুন্দপুরে কাজের চাপে আত্মঘাতী বিএলও

শীতের বিদায়

১৯ জানুয়ারি থেকে রাজ্যে কমতে শুরু করবে শীতের আমেজ। দক্ষিণবঙ্গে মাঝারি কুয়াশার সতর্কতা জারি। রবিবার পর্যন্ত কলকাতাবাসী শীতের শেষভাগ উপভোগ করবেন বেশ ভাল ভাবেই

এসএসকে ও এমএসকে শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি, বিজ্ঞপ্তি শিক্ষা দফতরের

কমিশনের শুনানি নোটিশ এবার সাংসদ সামিরুলকে

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ২৩২ ● ১৬ জানুয়ারি, ২০২৬ ● ২ মাঘ ১৪৩২ ● শুক্রবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 232 ● JAGO BANGLA ● FRIDAY ● 16 JANUARY, 2026 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে জয়েন্টের দিন বদল

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবেই সায় দিল জাতীয় পরীক্ষা নিয়ামক সংস্থা। তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেইন-এর পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া হল। জাতীয় পরীক্ষা নিয়ামক সংস্থার এই সিদ্ধান্তের পরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স বার্তায় জানান, এবার ২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিনে পড়েছে সরস্বতী পুজো। ওইদিন ছাত্রছাত্রীরা শ্রদ্ধার সাথে উদযাপন করবে নেতাজির জন্মদিন। তারপর বাণীবন্দনায় সবাই মেতে উঠবে। তাই রাজ্যের তরফে এনটিএ-র কাছে পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন করা হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, আমি ওইদিন পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তনের জন্য আবেদন করেছিলাম। এনটিএ এই প্রস্তাব মেনে নেওয়ায় ধন্যবাদ।

মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপেই জাতীয় পরীক্ষা নিয়ামক সংস্থা ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি বিকল্প পরীক্ষার তারিখের ব্যবস্থা করেছে। ফলে পড়ুয়ারা নেতাজি জয়ন্তী পালনের পাশাপাশি বাগদেবীর পুজো করার সুযোগ পাবে। একইসঙ্গে আমাদের শিক্ষার্থীদের অসুবিধাও দূর হবে। এনটিএ-র সূচি অনুযায়ী, আগামী ২১ থেকে ২৪ জানুয়ারি এবং ২৮ জানুয়ারি জয়েন্টে মেইনের পেপার-১ পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। (এরপর ১০ পাতায়)

আজ মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাসে মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : অপেক্ষায় শহরবাসী। শিলিগুড়ি শহর পেতে চলেছে উত্তরবঙ্গের সর্ববৃহৎ মহাকাল মন্দির। শিলিগুড়ির মুকুটে জুড়তে চলেছে

কাল উদ্বোধন সার্কিট বেঞ্চের

নতুন পালক। শুক্রবার মাটিগাড়ার মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাসের দিকে তাকিয়ে গোটা শহর। ১৬ জানুয়ারি শিলিগুড়ি সংলগ্ন মাটিগাড়ায় প্রস্তাবিত মহাকাল মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন হতে চলেছে। যার আগেই সাজ-সাজ রব। পাশাপাশি উৎসবের আমেজ শিলিগুড়িতে। শুক্রবার আসছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই উপলক্ষে কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে গোটা শহর। মোট ৫৪ বিঘা জমিতে তৈরি হবে এই মন্দির। পর্যটন দফতরের জমিতে শুধু মন্দির নয় এটি আধুনিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে, তা আগেই ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মহাকাল মন্দির মানুষের ধর্মীয় ভাবাবেগকে আরও মজবুত করবে আশাবাদী গৌতম। দেশের অন্যতম পর্যটনকেন্দ্রও হয়ে উঠবে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের মতো।

নন্দীগ্রাম। 'সেবাশ্রয়'-এর স্বাস্থ্যশিবির। মানুষের উচ্ছ্বাসের মাঝে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার।

খসড়া প্রকাশ না হলেই সমঝে দেবেন মানুষই

মণীশ কীর্তনিয়া ● নন্দীগ্রাম

আশীর্বাদের হাত মাথায়।

লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সির তালিকা প্রকাশ না করলে গণ-আন্দোলন গড়ে তুলবে তৃণমূল কংগ্রেস। সেই আন্দোলন শুধু কলকাতায় নয় দিল্লিতেও। বৃহস্পতিবার নন্দীগ্রামের বুকে দাঁড়িয়ে হুংকার দিয়ে গেলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, গুজরাত আর উত্তরপ্রদেশের সঙ্গে আমাদের গুলিয়ে ফেলছে। আন্দোলন শুরু হলে বুঝবে বাংলার মাটি কী জিনিস আর তারা কোনও ধাতু দিয়ে তৈরি! যারা নির্বাচনের কাজের সঙ্গে যুক্ত সকলের উপর চাপ তৈরি করেছে।

আবেদন করছি সকলে শান্ত থাকুন। এরপরই তোপ দেগে অভিষেক বলেন, মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ দেখা যাচ্ছে। যত নোটিশ পাঠাবে তত বিজেপি হারবে।

উত্তরপ্রদেশে কেন মাইক্রো অবজারভার নেই? চুরি করতে গিয়ে চোর ধরা পড়েছে। তিনি তোপ দেগেছেন গদ্দার অধিকারীর বিরুদ্ধেও। বলেন, মানুষ অরিজিনালের পক্ষে থাকবে। ডুপ্লিকেটের পক্ষে থাকবে না। মানুষ আমার কাছে দাবি রাখলে আমার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করতে বদ্ধপরিকর আমি। আমার লোকসভা কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও উন্নয়নমূলক প্রকল্প এলে রেড কার্পেট পেতে আনব। ২০২১-'২৬ পাঁচ বছরে নন্দীগ্রামের জন্য কী এনেছে? পরিযায়ী শ্রমিকদের সাহায্য করেনি। ভীমচন্দ্র বারিকের মৃতদেহ আনার সাহস দেখায়নি। (এরপর ১২ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

সরাও

ঔদ্ধত্যের স্পর্ধায় বারুদ!
এ বিস্ফোরক বায়ুস্তূপ
সূর্য-রশ্মির রাঙালো রঙে
যবনিকার যমদূত দুয়ারে,
কেউ কি ডাকছে?
না, না, সে তো আত্মগম্ভীর
গাম্ভীর্যের শরশয্যায় শায়িত
দেখতে পাচ্ছে সবাই,
কিন্তু কেউ ডাকছে না।
কেন জানো? প্রস্তর পথ
কণ্টক-কলঙ্কে পূর্ণ,
শূন্যতার হাহাকার।
ছায়া আছে, ছবি নেই।
অহংকার-এর অঙ্গদান
করবে কি কেউ?
নেবে কি কেউ?
হৃদবিহারী, অহংকারী
বজ্রাঘাতে, পক্ষাঘাতে আক্রান্ত,
এখুনি সরাও।

মামলাকারী নিজেই দাগি

চক্রান্ত প্রকাশ্যে

প্রতিবেদন : ২০১৬-র শিক্ষক নিয়োগের পুরো প্যানেল বাতিল করে দিয়েছে আদালত। যার জেরে চাকরি হারিয়ে চরম অনিশ্চয়তায় দিন কাটাচ্ছেন রাজ্যের কয়েক হাজার শিক্ষক ও তাঁদের পরিবার। তৃণমূল কংগ্রেস বারবারই দাবি করে এসেছে গোটা ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে রাম-বামের চক্রান্ত।

বৃহস্পতিবার সেই চক্রান্তের পর্দাফাঁস করল তৃণমূল কংগ্রেস। দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ এদিন, পাল্টা অভিযোগ করেন, এক অভিযুক্তের অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা করেই পুরো প্যানেল বাতিল করা হয়েছিল। গোটা ঘটনার পিছনে গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে বলেও (এরপর ১০ পাতায়)

নির্বাচন এলেই কেন তৎপর হয় এজেন্সি? প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের

প্রতিবেদন : বিনা নোটিশে যেভাবে দেশের স্বনামধন্য ভোট কৌশলী সংস্থা আই-প্যাকের কলকাতা অফিসে হানা দিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি— সেই তল্লাশি অভিযান নিয়েই এবার প্রশ্ন তুলে দিল দেশের শীর্ষ আদালত। কেন ভোট এলেই ইডি বা কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্ত-তল্লাশি? সে প্রসঙ্গেই বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পি কে মিশ্র এবং বিচারপতি বিপুল এম পাঞ্চোলির বেঞ্চের কড়া পর্যবেক্ষণ ছিল। সুপ্রিম কোর্টের সাফ কথা, একটি রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারে না

কোনও কেন্দ্রীয় এজেন্সি। ভোট কৌশলী সংস্থা আই প্যাকের অফিসে তল্লাশি করার সময়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগিতা এবং তল্লাশিতে বাধাদানের যে অভিযোগ নিয়ে ইডি সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছে সেই অভিযোগও এদিন দেশের শীর্ষ আদালতে তেমন গুরুত্ব পায়নি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার এই অভিযোগ কতটা সত্য, তা খতিয়ে দেখার জন্য নোটিশ জারি করে ইডি-সহ সংশ্লিষ্ট সবপক্ষের জবাব তলব করেছে সুপ্রিম কোর্ট। আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি হবে পরবর্তী শুনানি। এদিন সুপ্রিম-শুনানিতে (এরপর ১০ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

16 January, 2026 • Friday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৩১ সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯৩১-১৯৮১) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। ভারতের প্রথম টেস্টটিউব বেবির জনক। সময়ের থেকে প্রায় ২৫ বছর এগিয়ে ছিলেন সুভাষবাবু। তারই খেসারত দিতে হয়েছিল তাঁকে। অভিযোগ, সুভাষবাবু যাতে কোনও ভাবে স্বীকৃতি না পান, সে জন্য এক সময় উঠেপড়ে লেগেছিলেন বহু নামী চিকিৎসক। এমনকী তৎকালীন বামফ্রন্ট রাজ্য সরকারও। প্রকাশ্যে তাঁকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। বিদেশে গিয়ে নিজের কাজ নিয়ে সুভাষবাবু যাতে কথা বলতে না পারেন, সেজন্য তাঁকে ভিসাও দেওয়া হয়নি। অথচ সুভাষবাবুকে আটকানো না-হলে, চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের একটা বড় অংশই মনে করেন, ব্রিটেনের রবার্ট এডওয়ার্ড এবং প্যাট্রিক স্টেপটো-র সঙ্গে তিনিও নোবেল পুরস্কার পেতে পারতেন। বিশ্বের প্রথম টেস্টটিউব বেবির জন্মদাতা হিসেবে রবার্ট এবং প্যাট্রিক ২০১০ সালে নোবেল পান।

ওঁরা ১৯৭৮ সালের ২৫ জুলাই প্রথম টেস্টটিউব বেবিকে পৃথিবীর আলো দেখিয়েছিলেন। তার ৬৭ দিন পরে ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু রবার্টদের মতো ল্যাপরোস্কোপ ব্যবহার করেননি তিনি। সেদিক থেকে সুভাষবাবুর কাজ একেবারেই নজিরবিহীন ছিল বলে মনে করে আজকের চিকিৎসাবিজ্ঞান। 'ইসার'-এর চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন— এখন যে আধুনিক পদ্ধতিতে ওষুধ দিয়ে মহিলাদের শরীরে একাধিক ডিম্বাণু তৈরি করে যোনিদ্বার দিয়ে তা বার করা হয় এবং ভ্রূণ তৈরি করে সংরক্ষণ (ফ্রোজেন এমব্রায়ো) করা হয়, অত বছর আগে সুভাষবাবু সেই পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন। ব্রিটেনের চিকিৎসকদের কাছেও তখন এই উপায় জানা ছিল না। ভ্রূণ তৈরির পরে সেই ভ্রূণকে সুভাষবাবু তরল নাইট্রোজেন-এ হিমায়িত করে রেখেছিলেন। সেই প্রক্রিয়া তখনকার নামী চিকিৎসকরা বুঝতেই পারেননি। এগিয়ে আসেনি তখনকার বামফ্রন্ট সরকারও।

১৯৪১ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এদিন ব্রিটিশদের চোখে ধুলো দিয়ে কলকাতার বাসভবন থেকে সুদূর আফগানিস্তান পালিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর নানা ঘটনাক্রমের পর সংগঠিত করেছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজ। বাকিটা ইতিহাস।

১৯০০ সুকুমার সেন (১৯০০-১৯৯২) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। ভাষাতত্ত্ব ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ে ছিল তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। বৈদিক ও ধ্রুপদী সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, বাংলা, আবেস্তা ও প্রাচীন পারসিক ভাষায় তাঁর বিশেষ বুৎপত্তি ছিল। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও পুরাণতত্ত্ব আলোচনাতেও তিনি তাঁর বৈদগ্ধ্যের পরিচয় রেখেছিলেন। তিনি মিথ-আশ্রিত ভাষাতত্ত্ব বা পুরাণচর্চার পরিবর্তে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি অবলম্বন করতেন। জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের প্রাচীন পুঁথিটি তাঁরই আবিষ্কার। সেকশুভোদয়া পুঁথিটিও তিনি সম্পাদনা করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে চার খণ্ডে বিভক্ত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য', 'ইসলামী বাঙলা সাহিত্য', 'রামকথার প্রাক-ইতিহাস', 'ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস', 'পরিজন পরিবেশে রবীন্দ্র-বিকাশ', 'চর্যাগীতি পদাবলী' ইত্যাদি।

২০২২ শাঁওলি মিত্রের (১৯৪৮-২০২২) প্রয়াণ দিবস। শম্ভু-তৃপ্তি-শাঁওলী, বাবা-মা-মেয়ে। থিয়েটারের পরম্পরা। বহু নাটকের সঙ্গে 'নাথবতী অনাথবৎ' ও 'কথা অমৃতসমান', মহাভারত ভিত্তিক দুটি নাটক, শাঁওলী মিত্রের রচনায় ও একক অভিনয়ে বাংলা থিয়েটারে এক মাইলস্টোন। মহাভারতের এক-একটি চরিত্র, এক-এক রকম স্বরপ্রয়োগে, এক-এক রকম শরীরভঙ্গিমায়, পদক্ষেপে মূর্ত হয়ে উঠেছিল শাঁওলী মিত্রের অভিনয়-ক্ষমতায়। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সভাপতি ছিলেন।

১৯৩৮ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) এদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। রেঙ্গুন থেকে ফিরে শিবপুরে বাড়ি ভাড়া নিলেও ভিড় আর ভাল লাগছিল না। তাই পাণিত্রাসে (বা সামতাবেড়) নিরালায় বাড়ি বানান। বাগানঘেরা দোতলা বাড়ি, লেখার ঘরে বসে রূপনারায়ণ দেখা যায়। কখনও লিখতেন, পড়তেন, ভাবতেন। বাগানে গাছেদের সেবা করতেন, পুকুরে মাছেদের খেতে দিতেন। তবে আদর্শ জীবনে জরা আসে, রোগব্যাধি বাসা বাঁধে। শরৎচন্দ্রের অসুখ ছিলই। চিকিৎসকের নিষেধ সত্ত্বেও জোর করে পাকস্থলীতে অস্ত্রোপচার করালেন। তারিখটা ১২ জানুয়ারি। চারদিন পরে ৬১ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন শরৎচন্দ্র। বিরাট শোভাযাত্রায় কেওড়াতলা মহাশ্মশানে জনপ্রিয় সাহিত্যিকের শেষকৃত্য হয়েছিল।

১৯৪০ চিন্ময় রায় (১৯৪০-২০১৯) এদিন বাংলাদেশের কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। রুপোলি পর্দায় কমেডিয়ান হিসেবে জনপ্রিয় হলেও অভিনয় জগতে চিন্ময় রায়ের শুরুটা হয়েছিল থিয়েটারের মঞ্চে। প্রথম ছবি 'গল্প হলেও সত্যি'। তপন সিংহের পরিচালনায় প্রথম ছবিতেই নজর কাড়লেন। এর পর আর থেমে থাকেননি। 'বসন্ত বিলাপ', 'গুপী গাইন বাঘা বাইন', 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ', 'ধন্যি মেয়ে', 'চারমূর্তি', 'মৌচাক', 'হাটে বাজারে', 'ঠগিনী', 'ফুলেশ্বরী', 'সুবর্ণ গোলক', 'ওগো বধূ সুন্দরী'— একের পর এক ছবিতে তিনি মাতিয়েছেন বাঙালি দর্শককে।

১৫ জানুয়ারি কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪২১৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪২৯০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৫৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২৭৯৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২৮০০৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯১.৩২	৮৯.১৮
ইউরো	১০৬.২৯	১০৩.৬৮
পাউন্ড	১২২.৬২	১১৯.৫১

নজরকাড়া ইনস্টা

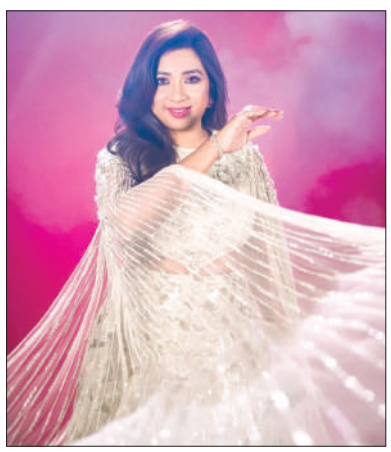

শ্রেয়া ঘোষাল

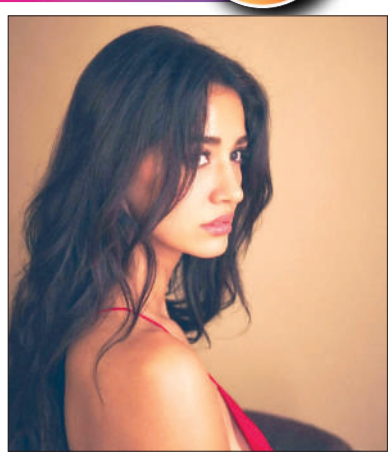

দিশা পাটনি

কর্মসূচি

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলার ১৫ বছরের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে উন্নয়নের সংলাপ ও উন্নয়নের পাঁচালি কর্মসূচি রূপায়ণে বারাসত পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের মায়েদের সঙ্গে পুর কমিশনার দেবব্রত পাল।

অসমের শ্রীভূমি জেলার দক্ষিণ করিমগঞ্জে অসম তৃণমূল কংগ্রেসের এক কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সুস্মিতা দেব-সহ দলের কর্মী-সমর্থকেরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৬১৬

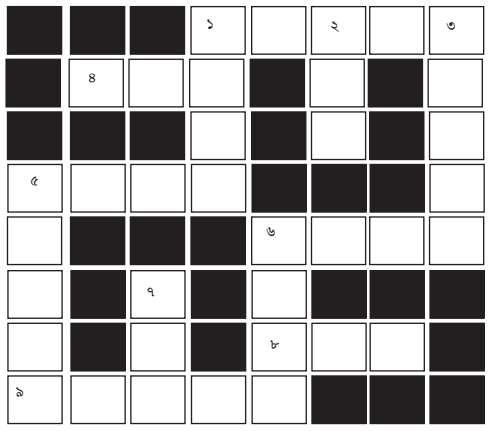

পাশাপাশি : ১. উন্নতি অবনতি ৪. শরীর, দেহ ৫. হাঁকডাক করে দস্যুবৃত্তি ৬. কারখানা ৮. তিন চরণের জাপানি কবিতা ৯. সূর্য।

উপর-নিচ : ১. অনবরত শক্তিপ্রয়োগ ২. রগড়, হাস্যপরিহাস ৩. ধনী ৫. বহুমূত্র বা মূত্রমেহ রোগ ৬. (আল.) অতি প্রিয়পাত্র ৭. প্রচুর, দেদার।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৬১৫ : **পাশাপাশি :** ১. কিরাত ৪. খবরগিরি ৬. লালন ৭. চঞ্চলাক্ষী ৯. মাপসই ১২. বালিশ ১৩. শ্রীঘরবাস ১৪. না-করা। **উপর-নিচ :** ১. কিবলানুমা ২. তখন ৩. ঘোরপ্যাঁচ ৫. রিসালা ৮. ক্ষীরশর্করা ১০. পদ্মশ্রী ১১. ইমারত ১২. বাসন।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বনগাঁয় মিষ্টান্ন ইউনিয়নের তরফে রেজিস্ট্রেশন প্রদান রয়েছেন নারায়ণ ঘোষ

আমার শহর

16 January, 2026 • Friday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১৬ জানুয়ারি ২০২৬
শুক্রবার

সন্ন্যাসীদেরও অবজ্ঞা-অপমান!
ধিক্কার বিজেপির দ্বিচারিতাকে

প্রতিবেদন : মুখে শুধুই হিন্দুত্বের বুলি আর রাম-নাম। আর পদে পদে সনাতনী আধ্যাত্মিক চেতনাকে চরম আঘাত। এসআইআরের নামে এবার কিনা সন্ন্যাসীদেরই অপমান করে বসল বিজেপি! বাস্তবে তারা যে সনাতনী ধর্মের রীতিনীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তাদের অন্তরে যে সন্ন্যাসীদের প্রতি চরম অবজ্ঞা, তারই প্রমাণ মিলল বেলুড় মঠে। সন্ন্যাসীদের দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল শুনানির লাইনে। যাঁরা ঘরবাড়ি ত্যাগ করে সনাতনী ধর্ম রক্ষায় জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের পরিচয় নিয়ে টানাটানি শুরু করে দিল বিজেপির দলদাস এই নির্বাচন কমিশন। এই ঘটনায় ক্ষোভ উগরে দিয়ে তৃণমূল জানায়, গেরুয়া বসনের মর্যাদা বোঝে না এই বিজেপি ও তাদের দালাল নির্বাচন কমিশন। গেরুয়া বসনধারী এই ত্যাগী মানুষগুলোকে অপমান করে বিজেপি ও তাদের নিয়ন্ত্রিত নির্বাচন কমিশন আসলে ভারতের সনাতনী আধ্যাত্মিক চেতনাতেই চরম আঘাত হানল। ধিক্কার এই দ্বিচারিতাকে।

বেলুড় মঠে এসআইআর শুনানির লাইনে সন্ন্যাসীরা।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহু সন্ন্যাসীকে এসআইআরের শুনানির জন্য ডাকা হচ্ছে। কারণ হিসেবে দর্শানো হয়েছে তাঁদের পিতা-মাতার নাম, যাঁদের সঙ্গে সন্ন্যাস জীবন গ্রহণের পর তাঁরা সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। তাঁরা তাঁদের গুরুদের নাম এখন পিতামাতা হিসেবে পরিচয় দেন। তাই অনেক সন্ন্যাসীও এসআইআরে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। কারণ তাঁদের কাছে এমন কোনও হলফনামা নেই, যা প্রমাণ করে জন্মের সময়কার আসল নাম এবং সন্ন্যাসী হওয়ার পর প্রাপ্ত দীক্ষার নাম একই ব্যক্তির।

এটা ঠিক যে, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসীরা ভোট দেন না। কিন্তু পরিচয় সংকট, ভিসা পেতে অসুবিধা বা তাঁদের সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রগুলির প্রশাসনিক কাজে সমস্যা এড়ানোর ভয়ে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকতে চান তাঁরা। বুধবার ৯০ জন সন্ন্যাসী বেলুড় মঠে একটি বিশেষ এসআইআর শিবিরে যোগ দেন। বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশন সন্ন্যাসীদেরও লাইনে দাঁড় করিয়ে দেয়। শুনানিতে তাঁদের নথিপত্র পরীক্ষা করা হয়। এই শুনানিতে বয়স্ক সন্ন্যাসীরা জুনিয়র সন্ন্যাসীদের সহায়তায় হুইলচেয়ারে করে এসেছিলেন। একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী বলেন, স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠিত সংঘের মূল নীতি মেনেই আমরা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হই না, তাই আমরা ভোট দিই না।

খড়দহের পাতুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে মা আজমচণ্ডীর বাৎসরিক পুজোয় পুণ্যার্থীদের সঙ্গে মিলিত হলেন স্থানীয় বিধায়ক ও মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে ৬৫ নং ওয়ার্ডে উন্নয়নের সংলাপ কর্মসূচিতে মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার।

বড়বাজারে আগুন নিয়ন্ত্রণে

প্রতিবেদন : বৃহস্পতিবার দুপুরে বড়বাজারের বনফিল্ড রোডের কাছে রাসায়নিক গুদামে বিধ্বংসী আগুন। দমকলের ৫টি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে নামে। রাতের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এদিন দুপুর ২টো ৪০ নাগাদ বনফিল্ড রোডের কাছে একটি অ্যাসিডের গোডাউনে আগুন লাগে। তিনতলা বহুতলে অজস্র দোকান ও গুদাম রয়েছে। তার মধ্যে একতলার একটি গুদামে হঠাৎই ধোঁয়া বেরোতে দেখেন ব্যবসায়ীরা। প্রচুর রাসায়নিক ও দাহ্য বস্তুতে ঠাসা গুদাম থেকে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের সঙ্গে বিষাক্ত গ্যাস ছড়ানোর আশঙ্কা ছিল। পরিস্থিতি সামাল দিতে শেষে ফোম ব্যবহার করে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে দমকল। টানা কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। কী থেকে আগুন লাগল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অনুমতি ছাড়াই জমি দখল

প্রতিবেদন : প্রধানমন্ত্রীর সভার জন্য জমি মালিকদের সম্মতি ছাড়াই সিঙ্গুরে জমি নিয়েছে বিজেপি। বৃহস্পতিবার অভিযোগ করলেন সিঙ্গুরের বিধায়ক মন্ত্রী বেচারাম মান্না। এ-নিয়ে বিডিও-র কাছে অভিযোগও করেন। বেচারাম বলেন, যে জমিতে সভা হবে সেই কৃষি জমির মালিকদের অনুমতি প্রয়োজন। বিজেপি নিয়ম মানেনি। তাই গোপালনগর মৌজার ওই জমির মালিকরা বিডিও ও পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেছেন। অভিযোগপত্রে লেখা হয়, সিঙ্গুরের মাটি গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের মাটি। এখানে অনেক নেতা আসা-যাওয়া করেন কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, প্রধানমন্ত্রী সে-নিয়ম মানছেন না। দিলীপ কোলে, মোহিত কোলে, সনাতন সাঁতরার মতো কৃষকরা জানিয়েছেন, তাঁদের জমি অথচ সভা করার অনুমতি নেওয়া হয়নি। জোর করে ছাউনি তৈরি করা হচ্ছে। ক্ষমতাবলে এই বেআইনি কাজ বরদাস্ত করা যায় না।

৩ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি
এমএসকে-এসএসকে

প্রতিবেদন : নতুন বছরে সুখবর এসএসকে ও এমএসকে শিক্ষকদের জন্য। পয়লা ফেব্রুয়ারি থেকে তাঁদের ৩ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই নিয়ে ইতিমধ্যেই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে স্কুল শিক্ষা দফতর। এখন একজন এসএসকে শিক্ষকের বেতন ১১,৫৯৩ টাকা সেই টাকা বেড়ে হবে ১১,৯৪১ টাকা। এসএসকে স্তরে প্রধান শিক্ষকের বেতন ১৬,২৩১ টাকা। ওই টাকা বেড়ে হবে ১৬,৭১৮ টাকা। এমএসকে স্তরে একজন সহকারী শিক্ষক পান ১৪,৬৩২ টাকা। সেই টাকা বেড়ে হবে ১৫,০৭১ টাকা। এ-ছাড়াও এমএসকের একজন সম্প্রসারক বা সম্প্রসারিকা এখন বেতন পান ১৫,০৭১ টাকা। তা বৃদ্ধি পেয়ে হবে ১৫,৫২৩ টাকা। এখন সর্ব মোট ৪০ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন এমএসকে এবং এসএসকে-তে। রাজ্যে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ১৬ হাজার। মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার। মাদ্রাসাতেও রয়েছে মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রে। সেগুলির সংখ্যা ৪০০।

খরিফ মরশুমে আড়াই মাসে প্রায় তিরিশ লক্ষ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করল রাজ্য

প্রতিবেদন : রাজ্য খাদ্য দফতরের ধান সংগ্রহ অভিযানে বড়সড় অগ্রগতি। চলতি খরিফ মরসুমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কাছ থেকে সরকারি সহায়ক মূল্যে গত আড়াই মাসে প্রায় ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ হয়েছে। খাদ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বিবৃতিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে খবর, ধান বিক্রির জন্য এখনও পর্যন্ত ২৮ লক্ষ ১৫ হাজার ৮৩ জন কৃষক নাম নথিভুক্ত করেছেন। তাঁদের মধ্যে ১৬ লক্ষ ৯৮ হাজার ৭২৪ জন কৃষকের কাছ থেকে ইতিমধ্যেই ২৯ লক্ষ ৯৫ হাজার ৮৮৯ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলার ক্রয়কেন্দ্রগুলিতে প্রতিদিনই কৃষকদের ভিড় বাড়ছে বলে জানা গিয়েছে। ১ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছিল চলতি মরসুমের ধান কেনা অভিযান। এবার খরিফ মরসুমে মোট ৬৪ লক্ষ মেট্রিক টন ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে রাজ্য সরকার। সেই লক্ষ্য পূরণে ক্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি, দ্রুত পেমেন্ট এবং অনলাইন নথিভুক্তকরণ ব্যবস্থাকে আরও সক্রিয় করা হয়েছে বলে খাদ্য দপ্তর সূত্রে দাবি।

কৃষক মহলের একাংশের মতে, সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান বিক্রির সুযোগ থাকায় মধ্যস্বত্বভোগীদের উপর নির্ভরতা কমেছে। ফলে বাজার দরের অনিশ্চয়তা থেকে কিছুটা সুরাহা মিলছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, লক্ষ্যমাত্রা পূরণে আগামী সপ্তাহগুলিতে আরও দ্রুতগতিতে ধান সংগ্রহ চলবে।

৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ফার্স্ট স্ট্যাটিউট' কার্যকর

প্রতিবেদন : রাজ্যের নয়টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বিধি বা 'ফার্স্ট স্ট্যাটিউট' কার্যকর হল। রাজ্যপাল তথা আচার্য ড. সিভি আনন্দ বোস আনুষ্ঠানিকভাবে স্ট্যাটিউটে অনুমোদন দিয়েছেন। এর ফলে ওই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্বাধীনভাবে প্রশাসনিক বিষয়, পঠন-পাঠন পরিচালনা করতে পারবে। এই প্রথম বিধির অনুমোদন পেল— কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়, মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়, ঝাড়গ্রামের সিধু-কানহু রামচন্দ্র মুর্মু বিশ্ববিদ্যালয়, হিন্দি বিশ্ববিদ্যালয়, দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়, আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় এবং হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়। উচ্চশিক্ষা দফতর জানিয়েছে, কোনও নতুন বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ণাঙ্গভাবে পরিচালনার জন্য নিজস্ব প্রথম বিধি অপরিহার্য। এই বিধির মাধ্যমেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক পরিকাঠামো, উপাচার্য নিয়োগ পদ্ধতি, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল, ফিনান্স কমিটি, সিন্ডিকেট, পরীক্ষা ব্যবস্থা এবং কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত নিয়মাবলী নির্ধারিত হয়। বিধি অনুমোদনের অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অস্থায়ী ব্যবস্থার মাধ্যমে চলছিল। রাজ্যপালের অনুমোদনের পর এবার সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পূর্ণাঙ্গ প্রশাসনিক কাঠামো গঠন করা যাবে। দ্রুত উপাচার্য নিয়োগ, স্থায়ী রেজিস্ট্রার ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পদে নিয়োগ-সহ নতুন কোর্স চালুর পথও প্রশস্ত হল।

পরীক্ষার দিন ঘোষণা

প্রতিবেদন: উচ্চ মাধ্যমিক ২০২৬-এর প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার দিন ঘোষণা করল উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। ২ থেকে ২৩ মার্চের মধ্যে যাবতীয় পরীক্ষা ও প্রজেক্ট জমা নেওয়ার কাজ শেষ করতে হবে বলে জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সংসদ জানিয়েছে, স্ট্যাটিসটিকসের প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা হবে ৬ মার্চ। ২৮ জানুয়ারি প্র্যাকটিক্যালের সাদা উত্তরপত্র বিলি করা হবে। স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষার প্র্যাকটিক্যালে কোনও উত্তরপত্র থাকবে না। পুরানো সিলেবাস অনুযায়ী যারা আগের বছর প্র্যাকটিক্যালে উত্তীর্ণ হয়েছে তাঁদের নতুন করে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা দিতে হবে না।

ফেব্রুয়ারির শুরুতে শীতের বিদায়

প্রতিবেদন : এবার ফেরার পালা শীতের। পৌষের শেষ থেকেই বিদায়ের সুর। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ১৯ জানুয়ারি, অর্থাৎ সোমবার থেকে রাজ্যে কমতে শুরু করবে শীতের আমেজ। তবে তার আগে আপাতত রবিবার পর্যন্ত কলকাতাবাসী শীতের শেষভাগ উপভোগ করবে বেশ ভাল ভাবেই। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে পুরোপুরি ভাবে রাজ্য থেকে বিদায় নেবে শীত। সরস্বতী পুজো পর্যন্ত ভোর ও রাতের দিকে শীতের হালকা দাপট থাকবে। এদিকে, রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে মাঝারি কুয়াশার সতর্কতা জারি। আকাশ মূলত শুষ্ক থাকবে এবং আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

16 January, 2026 • Friday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

চক্রান্ত, প্রতিরোধ

শীর্ষ আদালত সরাসরি প্রশ্ন তুলল। বিনা নোটিশে যেভাবে ভোটকৌশলী সংস্থার কলকাতার অফিসে ইডি তল্লাশি চালিয়েছে, সে-নিয়ে প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের। আদালতের প্রশ্ন, ভোট এলেই কেন ইডি-সিবিআই কিংবা অন্যান্য কেন্দ্রীয় সংস্থা তৎপর হয়ে ওঠে? রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারে না কোনও কেন্দ্রীয় এজেন্সি। তা সত্ত্বেও কলকাতায় তল্লাশি হল কীভাবে? সুপ্রিম কোর্ট মূল প্রশ্নটি তুলে দিয়ে সরকারের মানসিকতা প্রকাশ্যে এনে দিয়েছে। দেশের কোনও রাজ্যে নির্বাচন হলেই সাঁড়াশি আক্রমণ চালায় ভারতীয় জনতা পার্টি। একদিকে চলে বিজেপি নিয়ন্ত্রিত এজেন্সির হানা, অন্যদিকে চেষ্টা হয় বিরোধী নেতাদের বাড়ি-বাড়ি তল্লাশি করে গ্রেফতারের হুমকি দিয়ে দলে টানার। তার সঙ্গে আর-এক 'অস্ত্র'র ব্যবহার এবার শুরু হয়েছে— এসআইআর। অর্থাৎ ত্রিমুখী ফলায় বিরোধী শিবিরকে চাপে ফেলার খেলা। এই খেলায় দিল্লি, মহারাষ্ট্র, বিহার-সহ বিরোধী রাজ্যগুলিতে কোথাও কোথাও বিজেপি সফল হয়েছে। কিন্তু ধাক্কা খেয়েছে বাংলায়। বিজেপির এই কারসাজিগুলো অনেক আগেই প্রকাশ্যে এনে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। ভয় দেখিয়ে তৃণমূলকে কিছুতেই বশে আনতে পারছে না বিজেপি। বরং তৃণমূল কংগ্রেস হাটখোলা করে দিচ্ছে বিজেপির চক্রান্ত। আইপ্যাকের অফিসে হানা থেকে শুরু করে এসআইআরে নাম বাদ দেওয়া— সবেতেই প্রবল প্রতিরোধ। বিজেপি বুঝে গিয়েছে কেন বাংলার মাটি অন্য রাজ্যের মতো নয়। সব চক্রান্তের জবাব তৃণমূল দেবে মানুষকে সঙ্গে নিয়েই।

e-mail থেকে চিঠি

গণতন্ত্রে কুঠারের আঘাত

ভারতই পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র। রাজনীতি এবং গণতন্ত্রের উপজীব্য হল মানুষ। গণতান্ত্রিক আদর্শে আস্থাশীল দলগুলি মানুষকে সঙ্গে নিয়ে, মানুষের স্বার্থে, মানুষেরই জন্য রাজনীতির চর্চা করে। তাই, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের পবিত্রতা রক্ষার জন্য প্রতিজন নির্বাচকের ভোট নেওয়া হবে, এটাই কাম্য। কিন্তু এবার এসেছে এক নতুন আপদ, এসআইআর ২০২৬। এই কাজটি নিয়ে স্মরণকালের মধ্যে কোনোবার এত হইচই হয়নি। এবার সংশোধনী কথাটির পূর্বে একটি 'বিশেষ' শব্দ সংযোজন করে হইচইয়ের মাত্রা বহুবর্ধিত করা হয়েছে। ইসিআই যেমন তেমন, বস্তুত শোর মাচিয়ে ছেড়েছে কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি। মোদি-শাহদের পার্টির ভাবখানা এই, কমিশন ভোটার তালিকা সংশোধন করতে নয়, 'চোর' ধরতে নেমেছে! প্রথমে প্রায় সকলকেই সন্দেহের তালিকায় রেখে আসরে নেমেছে ইসিআই। অথচ কমিশনের তরফে মুখে বলা হল, ভোটার তালিকা সংশোধন করার মূল লক্ষ্য, নির্বাচন অনুষ্ঠানে স্বচ্ছতা ফেরানো। এজন্য গোড়ার গলদ দূর করাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কোনও বুথের তালিকায় মৃত, স্থানান্তরিত, ডুপ্লিকেট এবং বিদেশিদের নাম থাকবে না। অর্থাৎ এই স্বচ্ছতার নীতিতে বাংলাসহ দেশ জুড়ে একেবারে নিখাদ তালিকা উপহার দেবে কমিশন। এটাই কাম্য এবং প্রতিটি সুনাগরিকেরও চাহিদা অভিন্ন। আর এই মহৎ 'অভিযানে' নামার আগে জানিয়ে দেওয়া হল, ২০০২ তালিকায় যাঁর নিজের নাম আছে তাঁর কোনও সমস্যা নেই। তবে বৈধ নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও কোনও কারণে যাঁর নাম ওই তালিকায় অনুপস্থিত তাঁর বাবা-মা কিংবা গ্রহণযোগ্য আত্মীয়ের নামের লিঙ্ক দিতে হবে। তাহলে আপত্তি উঠবে না। এছাড়া কম বয়স কিংবা অন্য একাধিক কারণেও এই ধরনের লিঙ্ক ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়। এর বাইরেও যেসব বৈধ নাগরিক বাদ পড়েছেন তাঁদের ক্ষেত্রে দেখাতে হবে কিছু গ্রাহ্য নথি। তারও একটি তালিকা ইসিআই দিয়েছে। ভোটার তালিকা থেকে 'টার্গেট' করে মহিলাদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। বহু মহিলার নাম একাধিক বাজে অজুহাতে বাদ দেওয়া হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেসের বিপুল জনপ্রিয়তা এবং ভোটের ভিত্তি হল মহিলা, গরিব মানুষ এবং অবহেলিত শ্রমজীবী জনগণ। এবার তাদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার নোংরা খেলায় নেমেছে বিজেপি। আসলে বিজেপি তো সেই 'স্পেশাল চাইল্ড' যাকে সবসময় কোনও-না-কোনও ক্রাচ নিয়ে চলতে হয়। এবার ওদের ক্রাচ হল নির্বাচন কমিশন। তাই, গণতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করছে ওরা। — **শিবাজি চট্টোপাধ্যায়, সিমলা স্ট্রিট, কলকাতা ৬**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

SIR ! SIR !!
আর নেই দরকার

ইডি হোক বা ইসি, বিজেপির পোষ্য সরমেয়গুলোর অবস্থা দেখে হাসিও পায়, কষ্টও লাগে। বেচারারা বুঝতেই পারছে, যতই করুক হামলা, জিতবে আবার বাংলা। লিখছেন

আকসা আসিফ

এসআইআরের মাধ্যমে এক কোটি রোহিঙ্গা আর বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নাম বাদ দিয়ে সাফসুতরো ভোটার তালিকা বানানোর 'শপথ' নেওয়া পদ্মপার্টি এখন বেশ বেকায়দায়।

কোথায় রোহিঙ্গা?

আর কোথায়ই বা ভোটার তালিকায় অনুপ্রবেশকারীদের আধিক্য?

উল্টে এসআইআর পর্বে এখনও পর্যন্ত যত সংখ্যক ভোটারের নাম বাদ যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, তাতে বেকায়দায় বিজেপি। আর তাই 'মহারাষ্ট্র-দিল্লি মডেলে' ভিন রাজ্যের মানুষকে বাংলার ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিয়ে পালে হাওয়া তোলার প্রক্রিয়াও শুরু করেছে গেরুয়া শিবির। বিশেষ করে রাজ্যের শিল্পাঞ্চল এলাকা আসানসোল-দুর্গাপুর, বারাকপুর এবং হুগলির বিভিন্ন কেন্দ্রে যেখানে বড় সংখ্যক হিন্দিভাষী মানুষ রয়েছেন, সেখানেই এই ছক রূপায়ণে জোর দেওয়া হয়েছে। বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ এমনকী হরিয়ানার বাসিন্দাদের ৬ নম্বর ফর্ম পূরণ করিয়ে জমা দিচ্ছে পদ্মপার্টি। আর এরমধ্যে কোনও 'অন্যায়' দেখছে না বিজেপি।

দেখবে কেন?

গত ১১ জানুয়ারি বিজেপির দলীয় স্তরে একটা নির্দেশ জারি করেছে, যাতে বলা হয়েছে, সমস্ত সভা, সমিতি এবং পদযাত্রা বাতিল করে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে ৬ নম্বর এবং ৭ নম্বর ফর্ম নিয়ে। তা পূরণ করতে হবে। আর সঙ্গে সঙ্গে জমাও দিতে হবে।

ফন্দিটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। ভ্যানিশ কুমারের দেওয়া নির্দেশ অনুযায়ী ছিল ১৫ জানুয়ারি। তাই, মরিয়া গেরুয়া শিবির নাম অন্তর্ভুক্তি এবং 'বিরোধী' ভোটারের নাম বাদ দিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এর সঙ্গে আছে, ৮ নম্বরি দু'নম্বরি। অর্থাৎ, ৮ নম্বর ফার্মের অপব্যবহার। হরিয়ানায় ভোট দিয়ে কোনও 'বহিরাগত' যদি বাংলাতেও ইভিএমের সামনে দাঁড়াতে চান, তাহলে স্থানান্তরিত ভোটার হিসাবে তাঁকে এই ফর্ম পূরণ করতে হবে।

স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'বহিরাগত'দের বাংলার ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির অভিযোগ এনেছেন বিজেপির বিরুদ্ধে। সেটা করেছেন ওই ৮ নম্বর ফর্ম পূরণের হিড়িক দেখে।

সোজা কথায়, ভিন রাজ্যের বাসিন্দাদের নাম ভোটার তালিকায় তুলে, এখানে মহারাষ্ট্র-দিল্লি মডেলের কায়দায় ভোট চুরি করতে চাইছে বিজেপি। অবিলম্বে এই প্রক্রিয়া বন্ধের দাবি জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু ভ্যানিশ কুমারের কমিশন সে দাবিতে কর্ণপাত করবে না।

করবে কী করে? নির্বাচন কমিশন তো বিজেপির বিএলএ-র ভূমিকা পালন করতে নেমেছে।

যত দূর জানা গিয়েছে, বাংলায় এসআইআর ঘোষণার দিন যখন ভোটার তালিকা 'ফ্রিজ' হয়, তখন পর্যন্ত নতুন ভোটারের আবেদন বকেয়া ছিল ৩ লক্ষ ৩১ হাজার ৭৫টি। ১৬ ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর গত বুধবার পর্যন্ত বাংলায় ভোটার হতে আরও ৩ লক্ষ

৭৮ হাজার ১৬৩টি আবেদন জমা পড়েছে। এক মাসে। কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই, এই আবেদনের একটা বড় সংখ্যা ভিন রাজ্যের। গত কয়েক বছরে যেখানে নতুন ভোটারের সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে কমছে, সেখানে এক মাসে এই লাফ দিয়ে বৃদ্ধি মোটেই ভোটার তালিকা সংশোধনের ইঙ্গিত নয়। বরং ভোটার তালিকায় বেনো জল ঢোকানোর চেষ্টা।

এর মধ্যেই এই এসআইআর আতঙ্কে বাংলায় মৃত্যুমিছিল ক্রমশ দীর্ঘ হচ্ছে।

গতকালই সামশেরগঞ্জ থানার রামেশ্বপুর নামোচাচন্ড গ্রামের পুটু শেখ, বয়স ৬০ বছর, এসআইআর-এর কারণে প্রাণ হারিয়েছেন। ভোটার তালিকায় বৃদ্ধ পুটু শেখের নামের বানান ভুল ছিল। পরিবারের অন্য সদস্যদের নামে এসেছে এসআইআরে শুনানির নোটিশ। যে কারণে পরিবারের সকলেই শুনানিতে অংশ নিতে গিয়েছিলেন। বৃদ্ধ ঘরে একাকী ছিলেন। ভোটার তালিকায় নাম ভুল থাকায় আতঙ্কে ছিলেন বৃদ্ধ। এর মধ্যে বাড়িতে অন্যদের নামে এসআইআর নোটিশ আসে। সেই আতঙ্কে তাঁর মৃত্যু হয়।

এরকম ঘটনা অহরহ হয়ে চলেছে। বিজেপির দালাল কমিশন নির্বিকার।

বিজেপির কথায় চলতে গিয়ে রোজ নিজেদের নির্দেশ নিজেরাই খারিজ করে দিচ্ছে ভ্যানিশ কুমারের অসার কমিশন। ক্ষণে ক্ষণে নতুন নির্দেশ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করছেন খোদ BLO-রা। এই নিবন্ধটি যখন লেখা হচ্ছে, তখনই কমিশনের নয়া নির্দেশিকা সামনে এল। SIR-এর তথ্য হিসেবে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড গণ্য হবে না বলে জানিয়ে দিল তারা। এতদিন অনেকেই নথি হিসেবে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড জমা দিয়েছেন। হঠাৎ করে সেই অ্যাডমিট কার্ড নথি হিসেবে গৃহীত হবে না বলায় উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

ইডি লেলিয়ে দিয়েছিল এদের সকলের প্রভু, মো - শা সরকার। নিজের তৈরি করা দলের আগামী নির্বাচনে রণকৌশল হাতাতে আইপ্যাকের কলকাতার অফিসে হানা দেয় সারমেয় বাহিনী।

রায়বাঘিনি নেত্রী ঝাঁপিয়ে পড়ায় ল্যাজ গুটিয়ে কেটে পড়ে। তারপর তাই নিয়ে ওদেরই করা মামলায় বৃহস্পতিবার শীর্ষ আদালতে ল্যাজে গোবরে।

এদিন সুপ্রিম কোর্টে ইডির আইনজীবী বলেন, ভাবতে পারবেন না, কলকাতা হাইকোর্টে জাস্টিস শুভ্রা ঘোষের এজলাসে এ নিয়ে মামলা চলার সময় কী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়! বারবার মাইক্রোফোন মিউট করে দেওয়া হচ্ছিল। জাস্টিস মিশ্র সাফ বলে দেন, তাতে কিছু প্রমাণ হয় না। কারণ, মাইক্রোফোন নিয়ন্ত্রণ আদালতের নিজস্ব দায়িত্ব। সেটা এজলাসে উপস্থিত তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থকেরা করতে পারেন না। এর পর উল্টে জাস্টিস মিশ্র ইডির কাছে জানতে চান, সেদিন কী উদ্দেশ্যে তারা আইপ্যাকের অফিসে হানা দিয়েছিল? কোন তদন্তের ভিত্তিতে তাদের ওই হানা?

ইডি কিন্তু এই প্রশ্নের কোনও জবাব দিতে পারেনি। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী-তালিকা নিয়ে সটকে পড়ার জন্যই যে তারা সেদিন লাউডন স্ট্রিট ও গোদরেজ ওয়াটার সাইডে হানা দিয়েছিল, সেকথা ফাঁস হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে, প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে শুধু বলেছে, 'আমরা এসআইআর-এর নথি নিতে যাইনি।'

'ঠাকুর ঘরে কে? আমি তো কলা খাইনি', কেস আর কী!

এদের অবস্থা দেখে হাসিও পায়, কষ্টও লাগে। বেচারারা বুঝতেই পারছে, যতই করুক হামলা, জিতবে আবার বাংলা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাজ্য

16 January, 2026 • Friday • Page 5 || Website - www.jagobangla.in

৫
১৬ জানুয়ারি ২০২৬
শুক্রবার

নন্দীগ্রামের সেবাশ্রয় শিবিরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

শহিদ পরিবারকে অভয়বাণী দিলেন নন্দীগ্রামের কাছের মানুষ অভিষেক

মণীশ কীর্তনিয়া • নন্দীগ্রাম

নন্দীগ্রামের কাছের মানুষ হয়ে উঠলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার নন্দীগ্রামে সেবাশ্রয় কর্মসূচি থেকে শহিদ পরিবারের পাশে থাকার অভয়বাণী দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তাঁকে কাছে পেয়ে নন্দীগ্রামের মানুষের যেন প্রাণ খোলা উচ্ছ্বাস। প্রিয় নেতাকে কাছে পেয়ে তাঁর সামনে এগিয়ে যান নন্দীগ্রামের শহিদ পরিবারের সদস্যরা। নিজেদের প্রাণের কথা খুলে বলেন অভিষেককে। অভাব-অভিযোগের পাশাপাশি উন্নয়ন নিয়েও এদিন অভিষেকের কাছে বেশ কিছু দাবি জানান শহিদ পরিবারের সদস্যরা। এরপরই তাদের কাঁধে হাত রেখে আগামী দিনেও পাশে থাকার আশ্বাস দেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।

বৃহস্পতিবার বেলা প্রায় আড়াইটা নাগাদ নন্দীগ্রাম-২ ব্লক এলাকার সেবাশ্রয় কর্মসূচিতে হাজির হন অভিষেক। এরপর নন্দীগ্রাম-১ ব্লকের ক্যাম্পে যান। অভিষেকের আগমনের কথা জানতে পেরে সকাল থেকেই ক্যাম্পে এসে হাজির হন শহিদ পরিবারের সদস্যরা। অভিষেক আসতেই শহিদ পরিবারের সদস্যরা জয়ধ্বনি দিতে শুরু করেন। এরপর তাঁদের কাছে ডেকে নেন অভিষেক। তাঁদের বর্তমান অবস্থার কথা জানতে চান। সকল পরিবারের হাতে হাত রেখে আগামী দিনে আর্থিক সাহায্যের পাশাপাশি চিকিৎসার যাবতীয় দায়ভার নেওয়ার কথা জানান তিনি। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনের আগেও বেশ কিছুক্ষণ শহিদ পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলেন অভিষেক। এলাকায় দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে বিজেপির অনুন্নয়নের কথা অভিষেকের কাছে শোনান শহিদ পরিবারের সদস্যরা। কাছের প্রিয় মানুষকে নিজেদের প্রাণের কথা বলতে পেরে খুশি তাঁরা। শহিদ ভগীরথ মাইতির স্ত্রী সুষমা মাইতি বলেন, এখানকার বিজেপি বিধায়ক টাকা দিয়ে শহিদ পরিবারকে কেনার চেষ্টা করছে। কিন্তু আমাদের দিদি প্রথম থেকে আমাদের সঙ্গে রয়েছে। এখানকার বিধায়ক আমাদের নিয়ে রাজনীতি করার চেষ্টা করেন। তাই ওনার ফাঁদে পা না দিয়ে আমরা সবসময় দিদির পাশে আছি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে আমাদের সব কথা শুনলেন, তাতে আমরা অনেকটাই আশ্বস্ত।

এদিন শিবিরে ছিলেন বিপ্লব রায় চৌধুরী, সুজিত রায়, আবু সুফিয়ান, নন্দীগ্রাম ১-এর সেবাশ্রয় শিবিরের দায়িত্বে থাকা ঋজু দত্ত, বাপ্পাদিত্য গর্গ, পীযূষ পণ্ডা, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যরা।

■ শহিদ পারিবারের সঙ্গে রয়েছেন সুজিত রায়, আবু সুফিয়ান, নন্দীগ্রাম ১-এর সেবাশ্রয় শিবিরের দায়িত্বে থাকা ঋজু দত্ত। বৃহস্পতিবার।

নন্দীগ্রামে জনসংযোগে ঝড় তুললেন অভিষেক

তুহিনশুভ্র আগুয়ান • নন্দীগ্রাম

আকাশে-বাতাসে শুধু আবেগ আর উচ্ছ্বাস। বৃহস্পতিবার অভিষেকময় ভূমি আন্দোলনের আঁতুড়ঘর নন্দীগ্রাম। চণ্ডীপুর থেকে নন্দীগ্রামে প্রবেশের সময় থেকেই তৃণমূল সাংসদ তথা দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে মানুষের উন্মাদনা প্রমাণ করে দিল, সেবাশ্রয় মানুষের মনের অন্তরে স্থান করে নিয়েছে। এদিন প্রায় আড়াইটা নাগাদ নন্দীগ্রাম-২ ব্লকের খোদামবাড়ি এলাকায় সেবাশ্রয়ের ক্যাম্প পরিদর্শন করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর সরাসরি তিনি পৌঁছোন নন্দীগ্রাম-১ ব্লকের সেবাশ্রয় ক্যাম্পে। শিবিরে আসার পথে রাস্তার দু'ধারে উদ্বেলিত মানুষের চোখেমুখে যেন আশার আলো। উন্মাদনা আর আবেগ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল ভূমি আন্দোলনের আঁতুড়ঘর নন্দীগ্রাম।

এদিন পুলিশের তরফে রাস্তার দু'দিকে দড়ি দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। সেই দড়ির বাঁধন টপকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখতে পথের ধারে বাঁধ ভাঙে জনস্রোত। এদিন নন্দীগ্রাম-২ ব্লকের সেবাশ্রয় ক্যাম্প থেকে নন্দীগ্রাম-১ ব্লকের ক্যাম্পে আসার সময় গাড়ি থেকেই মানুষের উদ্দেশে হাত নাড়াতে থাকেন অভিষেক। টেঙ্গুয়া, বটতলা, দেবীপুর-সহ গোটা নন্দীগ্রামজুড়ে এই আবেগ-উচ্ছ্বাস প্রমাণ করে দিল, অভিষেক যেন নন্দীগ্রামের আপন আত্মীয়। সব মিলিয়ে বৃহস্পতিবারের বারবেলায় কার্যত অভিষেকময় গোটা নন্দীগ্রাম।

বারাকপুর পুরপ্রধান উত্তম দাসকে ‘ডিজিটাল অ্যারেস্ট’-এর চেষ্টা। অল্পের জন্য রক্ষা। কলকাতা সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ আধিকারিক পরিচয় দিয়ে হুমকি ফোন

ভক্ত সমাগমে নয়া নজির, পুণ্যস্নান সারলেন ১ কোটি ৩০ লক্ষ পুণ্যার্থী

নকিবউদ্দিন গাজী • গঙ্গাসাগর

এ বছর রেকর্ড ভিড় গঙ্গাসাগর মেলায়। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ১ কোটি ৩০ লক্ষ পুণ্যার্থী পুণ্যস্নান সেরেছেন। এদিন এমনটাই জানালেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। গঙ্গাসাগর পরিণত হয়েছে আধ্যাত্মিকতা, বিশ্বাস ও জনসমাগমের এক মহামিলন কেন্দ্রে। মকর সংক্রান্তিকে কেন্দ্র করে গঙ্গা ও বঙ্গোপসাগরের সঙ্গমস্থলে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর ঢল নামে। এবারেও তার অন্যথা হয়নি। বিশেষ করে রাজ্য প্রশাসনের সুব্যবস্থায় এবছর ভক্ত সমাগম বেড়েছে আরও কয়েক গুণ। কনকনে শীত ও ঘন কুয়াশাকে উপেক্ষা করেই পুণ্যস্নানে অংশ নিয়েছেন দেশ-বিদেশ থেকে আসা ভক্তরা। শেষ দিনে সাগরদ্বীপের মেলা প্রাঙ্গণে উপস্থিত রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, মন্ত্রী পুলক রায়, সুজিত বোস, মন্ত্রী দিলীপ মন্ডল , বেচারাম মান্না, মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার-সহ পুলিশ আধিকারিক ও সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকরা।

অরূপ বিশ্বাস জানান, এ বছর গঙ্গাসাগর মেলায় রেকর্ড ১ কোটি ৩০ লক্ষ পুণ্যার্থী পুণ্যস্নান সেরেছেন। মেলার স্মৃতি ধরে রাখতে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে স্থাপিত ১৫টি ‘বন্ধন বুথ’ থেকে ১১ লক্ষ মানুষ ই-পরিচয়পত্র সংগ্রহ করেছেন। মেলার নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। মন্ত্রী আরও জানান, মেলায় হারিয়ে যাওয়া ৬৬৩২ জন পুণ্যার্থীর মধ্যে ৬৬২৭ জনকে তাঁদের পরিজনদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছিনতাই ও পকেটমারির ৪৫৬টি অভিযোগের মধ্যে ৪৩৮টি ক্ষেত্রে খোয়া যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করেছে পুলিশ। অপরাধমূলক কাজে জড়িত থাকার অভিযোগে এখনও পর্যন্ত মোট ৮৮৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অসুস্থ পুণ্যার্থীদের চিকিৎসায় বিশেষ তৎপরতা দেখিয়েছে প্রশাসন। মেলা চলাকালীন ৫ জন গুরুতর অসুস্থ ব্যক্তিকে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে করে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। তবে দুঃখজনকভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ২ জনের। মেলা শেষে অধিকাংশ পুণ্যার্থীই এখন বাড়ির পথে। সামগ্রিকভাবে এবারের মেলা শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় জেলা প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দফতরকে ধন্যবাদও জানিয়েছেন অরূপ বিশ্বাস।

■ গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, সুজিত বসু, পুলক রায়, স্নেহাশিস চক্রবর্তী, বেচারাম মান্না, সাংসদ বাপি হালদার-সহ প্রশাসনিক কর্তারা।

■ কপিলমুনির আশ্রমে পুজো দিলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, সঙ্গে কপিলমুনি আশ্রমের মোহন্ত সঞ্জয় মহারাজ।

■ ১৯ জানুয়ারি বারাসত কাছারি ময়দানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভার প্রচারে দেওয়াল লিখছেন খড়দহের বিধায়ক তথা মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

আমার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবেন না, গদ্দারকে কড়া জবাব অভিষেকের

সংবাদদাতা; নন্দীগ্রাম : নন্দীগ্রামে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেবাশ্রয় কর্মসূচির হিসেব নিয়ে ইতিমধ্যে প্রশ্ন তুলেছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। সেবিষয়ে এবার নন্দীগ্রামের মাটিতে দাঁড়িয়ে সপাটে জবাব দিলেন তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার নন্দীগ্রামে সেবাশ্রয় কর্মসূচি পরিদর্শনের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিরোধী দলনেতাকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করেন অভিষেক।

অভিষেক সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, ‘আপনি হিসাব নেওয়ার কে? হিসাব নেবে অথরিটি, হাইকোর্ট, ইনকাম ট্যাক্স। তদন্তকারী সংস্থা নিতে পারে। আপনাকে হিসেব নেওয়ার অধিকার কে দিয়েছে? আপনার নামের পেছনে অধিকারী রয়েছে তার মানে এই না যে যা ইচ্ছে অধিকার আপনার।’ বিরোধী দলনেতাকে স্পষ্টভাবে উত্তর দিয়ে অভিষেক বলেন, আপনি মামলা করুন প্রয়োজনে। আপনার ইডি-সিবিআই তো ছয় বছর ধরে আমার পেছনে লেগে রয়েছে। এই বুড়ো আঙুল করবে। কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। বুক ঠুকে এই নন্দীগ্রামের মাটিতে প্রতি বছর ১৭টা করে ক্যাম্প করে যাব। আর বিরোধী দলনেতা থেকে তার পরিবারের লোকেরা ‘সেবাশ্রয়ে’ এসে চিকিৎসা করাবে দেখবেন আগামীদিনে।

জাল নোটের চক্র ফাঁস, গ্রেফতার ৩

প্রতিবেদন : জাল নোটের কারবার রুখে বিরাট সাফল্য কলকাতা পুলিশের। বিপুল জালনোট-সহ তিন কারবারিকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশের এসটিএফ। বুধবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পাটুলি থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তিন সন্দেহভাজনকে আটক করে তল্লাশি চালায় এসটিএফ। তাতেই মোট ৯,২০০ টাকার জালনোট (৫০০ টাকার ১৪টি নোট, ২০০ টাকার ১০টি নোট, ১০০ টাকার ২টি নোট) উদ্ধার করা হয়। ধৃতদের মধ্যে দুজন সোনারপুরের বাসিন্দা অলোক নাগ (৫৮) ও অয়ন নাগ (৩৩) এবং আরেকজন টিটাগড়ের বাসিন্দা শ্যাম বাবু পাসওয়ান (৩৬)। তাঁদের জেরা করে সোনারপুর ও তেঘরিয়ায় জালনোট তৈরির গোপন কারখানা ও বিরাট জালনোট চক্রের সন্ধান মেলে। বৃহস্পতিবার ভোরে ওই দুই জায়গায় তল্লাশিতে আরও ১৫,২০০ টাকার জালনোট এবং ২২,০০০ টাকার আসল নগদ টাকা উদ্ধার হয়।

মাধ্যমিক অ্যাডমিট কার্ডে না কমিশনের

প্রতিবেদন : এসআইআর প্রক্রিয়ায় নথি যাচাইয়ের ক্ষেত্রে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডকে আর বৈধ পরিচয়পত্র হিসেবে গ্রহণ করবে না নির্বাচন কমিশন। রাজ্য সরকারের প্রস্তাব খারিজ করে বৃহস্পতিবার কমিশনের তরফে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে পাঠানো চিঠিতে জানানো হয়েছে, এসআইআরে নথি যাচাইয়ের জন্য নির্ধারিত বৈধ নথির তালিকায় মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড নেই। ফলে এই নথিকে গ্রহণ করার প্রস্তাব অনুমোদন করা যাচ্ছে না।

প্রাক্তন বিদেশ সচিব ও ইসরোর বিজ্ঞানীকেও শুনানিতে তলব

প্রতিবেদন : এবার এসআইআরের শুনানিতে তলব করা হল দেশের প্রাক্তন বিদেশ সচিবকে। দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দা প্রাক্তন বিদেশ সচিব কৃষ্ণন শ্রীনিবাসন ও তাঁর স্ত্রীকে আগামী ১৯ জানুয়ারি শুনানিতে ডাকা হয়েছে। আনম্যাপিংয়ের জন্য তাঁদের ডেকে পাঠানো হয়েছে। ১৯৯৪-৯৫ পর্যন্ত বিদেশসচিব হিসাবে কাজ করেছেন তিনি। অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার শুনানিতে ডাকা হয়েছিল বিজ্ঞানী অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। উত্তর হাওড়ার ৬৮ নম্বর পার্টের বাসিন্দা অভিজিৎ ইসরোর চন্দ্রযান অভিযানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তারপরও এদিন ভারতীয় নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হল বিজ্ঞানী অভিজিৎবাবুকে।

■ কৃষ্ণন শ্রীনিবাসন ও অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।

হেনস্থার প্রতিবাদ

সংবাদদাতা, বসিরহাট : সারের নামে দিনদিন হয়রানি বাড়ছে সাধারণ মানুষের। আর তাতেই ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছে তাঁদের। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় দিকে দিকে প্রতিবাদে গর্জে উঠছে তাঁরা। সাধারণ মানুষের হেনস্থা, হয়রানি দিন দিন বেড়ে চলেছে। আর তারই বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভের মধ্যে দিয়ে। শুনানির নামে হয়রানির প্রতিবাদে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করে, টাকি রোড অবরোধ কয়েকশো গ্রামবাসী। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট ২ নং ব্লকের বেগমপুর বিবিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিষ্ণুপুর এলাকার ঘটনা।

■ বন্দে মাতরমের সার্ধশতবর্ষে উৎসর্গীকৃত ২০২৬-এর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ প্রস্তুতি শিবিরের আয়োজন করেন বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায়। ওই অনুষ্ঠানে পরীক্ষার্থীদের হাতে টেস্ট পেপার ও শুভেচ্ছা বার্তা তুলে দেন বিধাননগর মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী।

■ ‘উন্নয়নের পাঁচালি’র প্রচারে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বরানগর ১৫ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে। মিছিলে পুরপ্রধান অপর্ণা মৌলিক, সিআইসি সদস্য অঞ্জন পাল-সহ অন্যরা। মিছিল চলাকালীন মনীষী-বিপ্লবীদের মাল্যদান করা হয়। সংবর্ধিত করা হয় বিএলএ ২-সহ বিশিষ্টদের।

■ বসিরহাট নৈহাটি এনসিএম স্কুল শিক্ষা নিকেতনের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন, বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যেরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ফাঁকা বাড়ি পেয়ে মাসদুয়েক আগের চুরির ঘটনায় ধরা পড়ল চোর। বালুরঘাট শহরের বড় রঘুনাথপুরের ঘটনা। উদ্ধার হয়েছে সোনার গয়না, নগদ টাকা, রুপোর কয়েন ও কাঁসার বাসনপত্র

আমার বাংলা

16 January, 2026 • Friday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
১৬ জানুয়ারি ২০২৬
শুক্রবার

মহাকাল মন্দিরের আজ শিলান্যাস

শিলিগুড়ি শহর পেতে চলেছে উত্তরবঙ্গের সর্ববৃহৎ মহাকাল মন্দির। শুক্রবার মাটিগাড়ার মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাসের দিকে তাকিয়ে গোটা শহর। এই উপলক্ষে রাস্তার দুপাশে সাজানো হয়েছে বিশাল বিশাল পোস্টারে। সেখানে রয়েছে প্রস্তাবিত মন্দিরের ছবি, আর আছে মন্দিরের যিনি রূপকার সেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি। অনুষ্ঠান মঞ্চ বাঁধা শেষ। যে জমি চিহ্নিত করা হয়েছে তার একাংশ ভরাট করার কাজও শেষ। মেয়র গৌতম দেব নিজে পরিদর্শন করছেন।

হিয়ারিং হয়রানি, অবস্থান ডেপুটেশন কালিয়াচকে

সংবাদদাতা, মালদহ : এসআইআর শুনানির নামে সাধারণ মানুষকে হয়রানি চলছেই। মালদা জেলা তৃণমূল যুব সভাপতি প্রসেনজিৎ দাসের বয়স্ক পিতাকেও নোটিশ দিল কমিশন। ৬৮ বছর বয়স্ক তপনকুমার দাসকে ডেকে হয়রানি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। পাশাপাশি বৃহস্পতিবার কালিয়াচক–৩ ব্লক অফিসের সামনে অবস্থান-বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করল তৃণমূল। দুপুর থেকে প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে চলা বিক্ষোভে বৈষ্ণবনগর রাজ্য সড়কে সাময়িকভাবে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, মানুষকে বারবার ডেকে এনে অকারণে হয়রানি করা হচ্ছে। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার দরিদ্র ও শ্রমজীবী মানুষদের। বিক্ষোভ শেষে কালিয়াচক ৩ ব্লকের বিডিও সুকান্ত শিকদারের হাতে একটি ডেপুটেশন তুলে দেন তৃণমূল নেতৃত্ব। সেখানে অবিলম্বে হয়রানি বন্ধ করা, স্বচ্ছ ও মানবিক পদ্ধতিতে হেয়ারিং প্রক্রিয়া চালানোর দাবি জানানো হয়। কর্মসূচিতে ছিলেন বিধায়ক চন্দনা সরকার, মাসুদুর রহমান প্রমুখ।

উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গ থেকে ছয় ভলভো

সংবাদদাতা, কোচবিহার : ভার্চুয়াল মাধ্যমে শিলিগুড়ি থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার ছয়টি নতুন স্লিপার

পরিবহণ ভবনের সাংবাদিক বৈঠকে পার্থপ্রতিম রায়।

ভলভো বাসের সূচনা করবেন। ছয়টি ভলভো বাস কিনতে রাজ্য সরকারের মোট ব্যয় হয়েছে ১১ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা। প্রতিটি গাড়ির দাম ১ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা বলে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুক্রবার যখন ভার্চুয়ালি বাস পরিষেবার সূচনা করবেন তখন কোচবিহারের সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাসে থাকবেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়, জেলাশাসক রাজু মিশ্র ও পরিবহন সংস্থার আধিকারিকরা।

বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগমের পরিবহন ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে পার্থপ্রতিম রায় এমনটাই জানান। বললেন, মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল পরিবহণ সংস্থা। শুক্রবার থেকে স্লিপার ভলভো বাসগুলির পথচলা শুরু হচ্ছে কোচবিহার থেকে। মুখ্যমন্ত্রী ভার্চুয়ালির সূচনা করবেন। পার্থপ্রতিম আরও বলেন, এখনও রুট চূড়ান্ত না হলেও আপাতত ঠিক হয়েছে পুশব্যাক বাসগুলি শিলিগুড়ি থেকে দক্ষিণবঙ্গের দিকে ও কোচবিহার আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়ি থেকে স্লিপার বাসগুলি চালাবে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ।

ধিক্কার সভায় যোগদানকারীদের সঙ্গে তৃণমূল নেতৃত্ব।

তৃণমূলের ধিক্কার সভায় বিজেপি ছেড়ে যোগদান

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : ডুয়ার্সের মাল বিধানসভার ওদলাবাড়ি বাজারে বৃহস্পতিবার বিকেলে তৃণমূলের পক্ষ থেকে ধিক্কারসভা করা হল। মূলত এসআইআর নিয়ে সাধারণ মানুষের হয়রানি, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে ব্যবহার করে তৃণমূলকে চাপে ফেলার চেষ্টার বিরুদ্ধে এই সভার আয়োজন। সভা থেকে বক্তারা সরব হন। সেই সঙ্গে ডুয়ার্সের চা-বলয়ে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যে সমস্ত উন্নয়ন করা হয়েছে তাও তুলে ধরেন নেতারা। সভায় কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল সভাপতি প্রকাশ চিক বড়াইক, জেলা তৃণমূল সভানেত্রী মহুয়া গোপ, অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী বুলু চিক বড়াইক, মাল গ্রামীণ ব্লক তৃণমূল সভাপতি জিতনি মাহালি, পুলিন গোলদার, মহাদেব রায় প্রমুখ। সভায় ডামডিম ও ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রায় শতাধিক পরিবার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন।

কোচবিহারের হলদিবাড়িতে শুরু হয়েছে হুজুর সাহেবের মেলা। সেই মেলায় গেলেন রোগীকল্যাণ সমিতির সদস্য অভিজিৎ দে ভৌমিক, মেখলিগেঞ্জর বিধায়ক পরেশ অধিকারী। হুজুর সাহেবের মেলায় বিশাল জনসমাগম হয়। এবছরও সব ধর্মের মানুষ এই উৎসবে মেতে ওঠেন।

বন্দে ভারত-এর স্টপেজ দাবি

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : ধূপগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের স্টপেজের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করল ধূপগুড়ি মহকুমা নাগরিক মঞ্চের নেতৃত্বে ব্যবসায়ী সমিতি ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন। এদিন স্টেশনের টিকিট কাউন্টারের সামনে প্রায় চার ঘণ্টা ধরে অবস্থান বিক্ষোভ চলে। দাবি, ধূপগুড়ির মতো গুরুত্বপূর্ণ মহকুমা শহরে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের স্টপেজ দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। ওঁরা স্টেশন ম্যানেজারের হাতে একটি স্মারকলিপিও দেন। স্টেশন মাস্টার আশ্বাস দেন, বিষয়টি নিয়ে রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। আশ্বাসের পর অবস্থান বিক্ষোভ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

বর্ণিল উচ্ছ্বাসে শুরু মালদহ জেলা বইমেলা

সংবাদদাতা, মালদহ : শুরু হল ৩৭তম মালদহ জেলা বইমেলা। গম্ভীরা মুখোশ নাচ, লোকসুর আর রঙিন সাজে. স্কুল-কলেজের হাজার হাজার পড়ুয়া হাতে ফেস্টুন ও ব্যানার নিয়ে শোভাযাত্রায় অংশ নেয়। শোভাযাত্রা এসে মেশে মালদহ কলেজ মাঠে। উদ্বোধন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন গ্রন্থাগারমন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরি, সঙ্গে মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন ও তাজমুল হোসেন, জেলাশাসক ডা. প্রীতি গোয়েল এবং বইমেলার যুগ্ম সম্পাদক প্রসেনজিৎ দাস। বক্তৃতায় উঠে আসে ডিজিটাল যুগেও পাঠাভ্যাসের গুরুত্ব এবং স্থানীয় সংস্কৃতিকে সাহিত্যের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা। মেলায় ২০০টি স্টল থাকছে। বিশেষ আকর্ষণ বইয়ের পাশাপাশি গম্ভীরা, লোকনৃত্য, মুখোশ ও আঞ্চলিক শিল্পীদের পরিবেশনায় মেলাটি হয়ে উঠেছে পাঠক ও শিল্পীর যৌথ উৎসব। শিশুদের জন্য আলাদা কর্নার, আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান— সব মিলিয়ে মেলাটি সব বয়সের মানুষের জন্যই সমানভাবে আকর্ষণীয়। ৩৭তম মালদহ জেলা বইমেলা আবারও মনে করিয়ে দিল এই জেলায় বই এখনও মানুষের হৃদয়ের সবচেয়ে কাছের ভাষা।

শোভাযাত্রায় গম্ভীরা, লোকনৃত্য, মুখোশনৃত্য শিল্পীদের।

আমার বাংলা
16 January, 2026 • Friday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পথশ্রী ৪ প্রকল্পে ঝাড়গ্রামে প্রায় ২ কোটি টাকার তিনটি গ্রামীণ রাস্তার কাজের সূচনা

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের রাস্তার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ঝাড়গ্রামে শুরু হল নতুন তিনটি পথশ্রী–রাস্তাশ্রী রাস্তার কাজ। বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রাম ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় এই প্রকল্পের আওতায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার সূচনা করা হয়। উদ্বোধন হওয়া রাস্তার মধ্যে রয়েছে সরডিহা গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্যামকিশোরপুর থেকে ইন্দ্রডাঙা, আগুইবনি গ্রাম পঞ্চায়েতের আগুইবনির ৬ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে মুড়াবনি এসএসকেএম এবং চন্দ্রি গ্রাম পঞ্চায়েতের বরকোলা থেকে সালগোড়া পর্যন্ত রাস্তা। মোট ৩.৭২৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এই তিনটি রাস্তা নির্মাণে প্রায় ১ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে রাস্তার কাজের উদ্বোধন করে জেলা সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডি বলেন, বাংলার মাটি বাংলার পথ, স্বনির্ভরতাই বাংলার শপথ। রাজ্যের এই স্লোগানকে পাথেয় করে আমরা প্রতিদিন এগিয়ে চলেছি। দিদির স্বপ্নের জঙ্গলমহলকে আরও উন্নয়নের ছোঁয়ায় মুড়ে ফেলাই আমাদের একমাত্র অঙ্গীকার। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, নতুন রাস্তা নির্মাণের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে এবং গ্রামীণ এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়নে গতি আসবে।

রাস্তার শিলান্যাসে সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডি।

তৃণমূলকর্মীর বাড়ি ভাঙায় অভিযুক্ত সিপিএম কর্মী

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : দুর্গাপুরের অর্জুনপুরে তৃণমূল কর্মীর বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল এলাকার সিপিএম কর্মী বাপি বাউরির বিরুদ্ধে। পরিস্থিতি সামাল দিতে পৌঁছায় দুর্গাপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল সভাপতি অরুণাভ যশের অভিযোগ, আমাদের সক্রিয় কর্মী মলয় মণ্ডলের বাড়িতে বুধবার সন্ধ্যায় আচমকাই হামলা চালায় সিপিএম কর্মী বাপি বাউরির নেতৃত্বে দুষ্কৃতীরা। ভাঙচুর চলে বাইক, আসবাবপত্রে। মারধর করা হয় পরিবারের সদস্যদের। অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার না করলে আন্দোলনের পথে হাঁটব আমরা।

গাড়ি থেকে উদ্ধার বান্ডিল বান্ডিল টাকা

সংবাদদাতা, বর্ধমান : বুধবার রাতে মেমারির পালসিট টোল প্লাজা এলাকায় পুলিশকে দেখেই নাম্বার প্লেটহীন দামি একটি গাড়ি ফেলে চম্পট দেয় কয়েকজন যুবক। পরে পুলিশি তল্লাশিতে গাড়ি থেকে উদ্ধার হয় বান্ডিল বান্ডিল টাকা, আই ফোন-সহ একাধিক মোবাইল, ল্যাপটপ ও প্রচুর ডেবিট এবং ক্রেডিট কার্ড। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া টাকার পরিমাণ প্রায় সাড়ে ৬ লক্ষ টাকা। এছাড়া ছিল প্রায় ১৫-১৬টি ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড। উদ্ধার হয়েছে একটি আই ফোন-সহ চারটি মোবাইল এবং একটি ল্যাপটপ ও একটি ট্যাব। ঘটনার তদন্ত শুরু করে মেমারি থানার পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, সাইবার ক্রাইমে যুক্ত থাকতে পারে গাড়ি ফেলে পলাতকেরা।

উদ্ধার বাইক

সংবাদদাতা, সিউড়ি : মাত্র ১০ ঘণ্টার মধ্যে মহম্মদ বাজার থানার ওসি প্রসেনজিৎ ঘোষের তৎপরতায় চুরি যাওয়া মোটর বাইক ফিরে পেলেন বিশ্বজিৎ বাগদী। বুধবার তিনি স্থানীয় একটি মেলায় সপরিবারে মোটর বাইক চেপে যান। কিন্তু বাড়ি ফেরার সময় দেখেন সেটি চুরি গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মহম্মাদ বাজার থানায় অভিযোগ জানান। এরপরেই পুলিশ চুরি যাওয়া বাইকটি উদ্ধার করে বৃহস্পতিবার ফেরত দেয় তাঁকে।

সার-নোটিশ যুব তৃণমূল সভাপতি-সহ ১৭০ জনকে, ব্যর্থ হবে চক্রান্ত : নেতা

সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর : জেলার ডেবরা ব্লকের ৩ নং সত্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চকমানু ১ বুথে সত্যপুর অঞ্চল যুব তৃণমূল সভাপতি হাসিরুদ্দিন খাঁ-সহ তাঁর পরিবারের সদস্য এবং অন্য ১৭০ জনের নামে ২২ তারিখে এসআইআরের শুনানিতে হাজিরার নোটিশ এসেছে। ডেবরা ব্লক অফিসে তাঁদের তলব করা হয়েছে নথিপত্র নিয়ে। এই ১৭০ জনের ৯০ শতাংশই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। হাসিরুদ্দিন বলেন, আমরা এর উত্তর দেব। বিজেপি বা নির্বাচন কমিশন যতই চেষ্টা করুক, ওরা বিফল হবে। যতই করুক এসআইআর, এ বাংলা মমতার। আমাদের দাদু, বড় দাদু দীর্ঘ ১০০ বছরের বেশি সময় ধরে এই রাজ্যেই ছিলেন ও আছেন। নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন। ভোট দিয়েছেন একাধিক বার। ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে বাবার নাম আছে। তাও হিয়ারিংয়ে ডেকেছে। ৪৫ জন পরিযায়ী রয়েছেন, যাঁরা ৮ দিন আগে কাজে গিয়েছেন মুম্বই, দিল্লিতে। তাঁদেরও ডাকা হয়েছে। তাঁদের কোম্পানি ছাড়ছে না। এই হেনস্থার জবাব দেবে বাংলা। কারণ আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পাশে আছেন। শেষ পর্যন্ত লড়ে যাব।

ডেবরার সত্যপুরে নোটিশ পাওয়া বাসিন্দাদের সভা।

স্বাধীনতা-শহিদ সত্যকিঙ্কর দত্ত স্মরণে মেলার সূচনা ঝালদায়

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : বৃহস্পতিবার ঝালদা বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় স্বাধীনতা সংগ্রামী শহিদ সত্যকিঙ্কর দত্তের আবক্ষ মূর্তিতে মালা গিয়ে সূচনা হল তাঁর নামে তিনদিনের মেলার। মানভূমের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে জড়িয়ে থাকা সত্যকিঙ্কর ছিলেন ঝালদার বাসিন্দা। ইংরেজ আমলে এলাকার যুবকদের সংগঠিত করে লাঠিখেলার প্রশিক্ষণ দিতেন। ১৯২২ সালের ২৭-২৮ এপ্রিল ঝালদায় মানভূমের দ্বিতীয় রাজনৈতিক সম্মেলনে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন সত্যকিঙ্কর। তার পরই ঝালদাজুড়ে স্বদেশি আন্দোলনের জোয়ার ওঠে। ব্রিটিশ শাসকদের নজরে পড়ে গুপ্তঘাতকের বিষমাখানো অস্ত্রের আঘাতে প্রথমে আহত পরে মৃত্যু হয় তাঁর। সত্যকিঙ্করের স্মৃতিতে আবক্ষ মূর্তি স্থাপনের পাশাপাশি প্রতি বছর পয়লা থেকে তেসরা মাঘ তাঁর নামে হয় তিন দিনের মেলা। পুরপ্রধান সুরেশ আগরওয়াল, উপ-পুরপ্রধান সুদীপ কর্মকার-সহ বিশিষ্টজনেরা ছাড়াও সূচনায় ছিলেন সত্যকিঙ্কর স্মৃতি রক্ষা কমিটির নরেন চন্দ্র, রাজেশ রায় প্রমুখ।

মূর্তিতে মাল্যদান পুরপ্রধানের।

দামোদরের তেলকুপি ঘাট যেন একটুকরো গঙ্গাসাগর

সংবাদদাতা, বর্ধমান : প্রতি বছরের মতো এবারও বর্ধমান জামালপুরের দামোদর নদের তেলকুপি ঘাটে পুণ্যস্নানে সমবেত হলেন হাজার হাজার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। কার্যত তেলকুপি ঘাট গঙ্গাসাগরের খণ্ডচিত্রে পরিণত হয়। রাজ্য তৃণমূল আদিবাসী সেলের চেয়ারম্যান দেবু টুডু জানান, শুধু বর্ধমান নয়, রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি ভিনরাজ্যের আদিবাসীরাও এদিন পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণের পাশাপাশি পুণ্যস্নান করেন। আদিবাসী পুণ্যার্থীর ভিড়ে দামোদরের তেলকুপি গয়া ঘাট পরিণত হয় মিলনমেলায়। পুণ্যস্নান ও তর্পণ সেরে আদিবাসীরা পুজো দেন ঘাট সংলগ্ন মারাংবুরু মন্দিরে। অস্থি বিসর্জন সমারোহে অংশ নেন এই রাজ্য-সহ বিহার,ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার আদিবাসী সম্প্রদায়ের পুণ্যার্থীরা। তাঁদের পরিবারের কেউ মারা গেলে অস্থি সংরক্ষণ করে ১ মাঘে তা বিসর্জন দেওয়া হয় এই ঘাটে। পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ একগুচ্ছ ব্যবস্থা নিয়েছিল। আদিবাসী সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি, কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীরা এদিন তেলকুপি ঘাটে যান। আদিবাসী পুরুষ ও মহিলারা দামোদরের বালির চরে নাচ-গানেও মাতেন এবং চরেই রান্না করে খাওয়াদাওয়া সারেন অনেকে।

মকর বা পৌষ সংক্রান্তিতে হয় নারকেলের লড়াই

দেবব্রত বাগ • ঝাড়গ্রাম

মোরগ নয়, মকর বা পৌষ সংক্রান্তিতে এখানে লড়াই হয় নারকেলের। রক্তপাত বা প্রাণহানির বিষয় না থাকলেও উত্তেজনা আর উৎসবের আনন্দে ভরপুর এই অভিনব লোকরীতি আজও টিকে রয়েছে ঝাড়গ্রাম জেলার কয়েকটি গ্রামে। শতাব্দীপ্রাচীন এই প্রথা জঙ্গলমহলের লোকসংস্কৃতির এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। গ্রামবাংলায় মোরগ লড়াই পরিচিত হলেও নারকেল লড়াইয়ের চল বহু মানুষের কাছেই অজানা। অথচ ঝাড়গ্রামের কিছু গ্রামে বহু বছর ধরেই মোরগ লড়াই পরিহার করে এই প্রাণহীন খেলাকেই বেছে নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে মকর বা পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে গ্রামে গ্রামে এই খেলাকে কেন্দ্র করে উৎসবের আবহ তৈরি হয়। পৌষপার্বণ জঙ্গলমহলের অন্যতম প্রধান লোকউৎসব। এই দিনে গ্রামের মানুষ নিজেদের বাড়ি থেকে এক বা দুটি করে নারকেল নিয়ে মাঠে জড়ো হন। তারপর নারকেল-জুটি তৈরি করে শুরু হয় প্রতিযোগিতা। খেলার নিয়ম যেমন সহজ, তেমনই কৌতূহলোদ্দীপক। দুই প্রতিযোগী নির্দিষ্ট দূরত্বে দাঁড়িয়ে একে অপরের দিকে নারকেল ছুঁড়ে মারেন। মাঝপথে দুটি নারকেল মুখোমুখি ধাক্কা খায়। সংঘর্ষে যে নারকেলটি ফেটে যায়, সেটিকে পরাজিত বলে ধরা হয়। আর যে নারকেল দীর্ঘক্ষণ অক্ষত থাকে, তাকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। যেখানে বহু এলাকায় এখনও পায়ে ছুরি বেঁধে মোরগ লড়াইয়ের মতো নিষ্ঠুর খেলার চল রয়েছে, সেখানে ঝাড়গ্রামের এই নারকেল লড়াই মানবিক ও সচেতন বিকল্প হিসেবে উঠে এসেছে। সামাজিক সম্প্রীতির দিক থেকে কম নয় এই লোকরীতি। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই খেলা ঘিরেই আজও মিলনমেলা বসে জঙ্গলমহলের গ্রামগুলোতে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

16 January, 2026 • Friday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
১৬ জানুয়ারি ২০২৬
শুক্রবার

বিকেল ৫টা নাগাদ জৌগ্রাম স্টেশনে ঢোকার মুখে আপ সরাইঘাট এক্সপ্রেসের পিছনের কামরার নিচ থেকে গলগল করে ধোঁয়া বের হতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা। ট্রেন দাঁড়ালে নেমে আসেন তাঁরা

আজ মেদিনীপুরে অভিষেক সভায় ১ লক্ষের জমায়েতের জন্য প্রস্তুত জেলা তৃণমূল

সভাস্থল পরিদর্শন জেলা নেতাদের।

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : শুক্রবার মেদিনীপুর কলেজ মাঠে সভা করতে আসছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সভায় ১ লক্ষ মানুষের সমাগম করাই লক্ষ্য তৃণমূলের। মেদিনীপুর ছাড়াও ঝাড়গ্রাম ও ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার নেতা-কর্মীরা উপস্থিত থাকবেন। নেতারা জানান, গোটা শহর দলীয় পতাকায় মুড়ে ফেলা হয়েছে। কর্মীদের জন্য একাধিক গেট রাখা হচ্ছে। ঝাড়গ্রাম সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি দুলাল মুর্মু বলেন, মকর পরব চলছে। তাও এই জেলা থেকে ৪ হাজার মানুষ যাবেন। ৭০টি বাসের ব্যবস্থা হয়েছে। মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি সুজয় হাজরা ও মেদিনীপুর সাংগঠনিক যুব তৃণমূল সভাপতি নির্মাল্য চক্রবর্তী বলেন, এই জনসভার প্রায় ১ লক্ষ মানুষের সমাগম হবে। প্রচুর সংখ্যক ভলেন্টিয়ার নিয়োগ হচ্ছে। একজন কর্মীও যাতে সমস্যায় না পড়েন, সেদিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। প্রসঙ্গত, বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন। একদিকে প্রশাসনিক স্তরে তার প্রস্তুতি চলছে। অপরদিকে জেলাজুড়ে রাজনৈতিক কর্মসূচি বাড়ছে। তৃণমূল চায় জেলায় জয়ের ধারা বজায় রাখতে। তাই কোমর বেঁধে নেমেছেন দলের প্রথম সারির নেতারা। লোকসভা ভোটের পর এক বছরের বেশি সময় কোনও নির্বাচন না থাকায় কর্মীদের অনেকেই নিস্তেজ হয়ে পড়ছিলেন। তাই তাঁদের চাঙ্গা করতেই জেলা সফরে বেরিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক। ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি অজিত মাইতি বলেন, আজ মানুষের ঢল নামবে। যা দেখে বিজেপি ভয় পাবে। সামনের নির্বাচনের পর দলটাই থাকবে না।

শুক্রবার মেদিনীপুরের জনসভায় বক্তব্য পেশ করবেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার সেই উপলক্ষে খড়্গপুর ২ ব্লকের ৪ নং চকমকরামপুর অঞ্চল তৃণমূলের উদ্যোগে মেদিনীপুর চলোর সমর্থনে মিছিলে ব্লক তৃণমূল সভাপতি দেবরাজ দত্ত প্রমুখ।

পুরুলিয়ায় মেধাবী ছাত্রের আত্মহত্যা

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : পুরুলিয়া জেলা স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির মেধাবী ছাত্র প্রীতম সরকারের (১৭) অস্বাভাবিক মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়াল আমডিহায়। বাড়ি ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কেতিকায়। পরিবার সূত্রে জানা যায়, সকালে মোটর সাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমডিহার একটি বহুতলে ঢুকে সোজা ৪ তলার ছাদে চলে যায়। সেখান থেকেই ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। স্থানীয়দের সাহায্যে পুরুলিয়া সদর থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে দেবেন মাহাত মেডিক্যালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

বিভিন্ন স্তরে সভাপতি বদল তৃণমূলে

সংবাদদাতা, বর্ধমান : বিধানসভা নির্বাচনের আগে জেলার গ্রামীণ এলাকায় নতুন অঞ্চল সভাপতি ও শহরের ওয়ার্ডে নতুন সভাপতির নাম ঘোষণা করলেন জেলা তৃণমূল সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, দলীয় নির্দেশ মেনেই এই বদল এবং ব্লক-শহর কমিটি তৈরি হয়েছে। দলের অনুমোদন নিয়ে ঘোষণা করা হল। পূর্ব বর্ধমানে ২৪টি ব্লকের ২১৬টির অঞ্চলের ২১৫টির সভাপতির নাম এবং ৬টি শহরের ১১৯টি ওয়ার্ডেরও সভাপতি ঘোষণা করেছে দল। ভোটের আগে স্বচ্ছ ভাবমূর্তির কর্মীদের সামনে আনতেই এই বদল।

সিবিআই-ইডি এনে, ৪০ দফায় ভোট হলেও দিদিই মুখ্যমন্ত্রী হবেন : কাজল

সংবাদদাতা, বীরভূম : ২৫০টি আসন পেয়ে চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রীর মসনদে বসবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দাবি কাজল শেখের। বৃহস্পতিবার নানুর ব্লক অফিসে আচমকা এসআইআর ক্যাম্প পরিদর্শনে এসে বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ সাধারণ মানুষের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলার পাশাপাশি প্রত্যেককে সচেতন করেন। কোনও সমস্যা হলেই মানুষ যেন তৃণমূল সহায়তা কেন্দ্রে যোগাযোগ করেন বলে পরামর্শ দেন। সভাধিপতির অভিযোগ, নানুর বিধানসভায় ১ লক্ষ ৮৫ হাজার ভোটারের মধ্যে ৩০ হাজারকে এসআইআর-শুনানির নোটিশ দিয়ে ব্লক অফিসে ডাকা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী সমস্ত নথিপত্র জমা দেওয়ার পরেও নিরীহ গরিব বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের নোটিশ দিয়ে ক্যাম্পে ডেকে হেনস্থা করা হচ্ছে। এঁরা নাম বাদ যেতে পারে এই আশঙ্কায় রয়েছেন। ৮৯ বছরের এক মহিলা ভয়ঙ্কর ঠান্ডায় এক বুক আতঙ্ক নিয়ে এসআইআর ক্যাম্পে হাজিরা দিতে বাধ্য হচ্ছেন। এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক এবং মর্মান্তিক। নির্বাচন কমিশনের অমানবিক আচরণে ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ। সভাধিপতি কাজল শেখ দাবি করেন, বিজেপি চাইছে সাধারণ মানুষের নাম অকারণে কেটে দিয়ে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করতে। বিজেপি সিবিআই-ইডি সব নিয়ে এলেও আমরা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের পক্ষে লড়াই করে যাব। বিজেপি নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলকে পরাস্ত করার যে পরিকল্পনা করেছে তা কোনওভাবেই বাস্তবায়িত হবে না। বহু বিএলও কমিশনের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। তাঁদের দায় নির্বাচন কমিশন ও বিজেপিকে নিতে হবে। কাজল শেখ স্পষ্ট জানান, নির্বাচন কমিশন বাংলায় ৪০ দফার নির্বাচন করলেও চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রী হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই। একমাত্র কারণ তাঁর যুগান্তকারী জনমুখী একাধিক প্রকল্প এবং উন্নয়নের পাঁচালি।

সার-ক্যাম্পে মানুষের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা জানছেন কাজল শেখ।

ভোটারদের অনৈতিক নোটিশ জারি রাস্তা অবরোধ শতাধিক বিএলও-র

সংবাদদাতা, নদিয়া : নির্বাচন কমিশনের অতিরিক্ত কাজের চাপে এবার রাস্তায় নামলেন চাপড়া ব্লকের বুথ লেভেল অফিসার অর্থাৎ বিএলওরা। প্রতিদিন নিত্যনতুন নোটিশ জারি করে চাপড়া ব্লক-এ বিভিন্ন মানুষকে সন্দেহজনক ভোটার বলে দাগিয়ে দিচ্ছে কমিশন। তার ফলে এলাকায় কাজ করতে গিয়ে তাঁদের চরম হেনস্থায় পড়তে হচ্ছে। লিখিত আদেশ ছাড়াই হোয়াটসঅ্যাপে অনৈতিকভাবে বিভিন্ন নির্দেশিকা পাঠাচ্ছেন কমিশনের অফিসারেরা। মানুষ এবং বিএলওদের এই অযথা হয়রানির প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার দুপুরে চাপড়া বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখান শতাধিক বিএলও। বিডিওর সঙ্গে কথা না বলতে পেরে তাঁরা কৃষ্ণনগর-করিমপুর রাজ্য সড়ক অবরোধ করে রাখেন। পরে চাপড়া থানার পুলিশের অনুরোধে অবরোধ তোলেন বিএলওরা। চাপড়া বিধানসভার ৫৯ নম্বর বুথের বিএলও ওয়াসিম মোল্লা জানান, কারও বাড়িতে যদি চারটে বা ছটি সন্তান থাকে তাঁদেরও নোটিশ পাঠানো হচ্ছে। যাঁদের কাগজপত্র আছে অথচ বয়সের ফারাক হচ্ছে তাঁদেরও নোটিশ পাঠানো হচ্ছে। ফলে আমরা জনগণের ক্ষোভে থাকতে পারছি না। তাই আমাদের দাবি বিডিও এবং ইআরও এই বিষয়ে কথা বলে সমস্যার সমাধান না করলে তাঁরা গণইস্তফা দেবেন বলে জানান।

চাপড়ায় পথ অবরোধ ব্লকের বিএলও-দের।

সিউড়ি ১ ব্লকে তৃণমূলের ভোট সহায়তা কেন্দ্রে মানুষের কথা শুনছেন সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরি।

কল্যাণীর বিজেপি বিধায়ক অম্বিকা রায় রাজ্যের বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দিতে চেয়ে দলবল নিয়ে কমিশনের অফিসে ভুয়ো নথি দাখিল করছেন। প্রতিবাদে কল্যাণী শহর তৃণমূলের উদ্যোগে বিক্ষোভ সমাবেশে অরূপ চক্রবর্তী, চঞ্চল দেবনাথ প্রমুখ।

বর্ধমানে চলছে তিনদিনের শতাব্দিপ্রাচীন ঘুড়ির মেলা

সংবাদদাতা, বর্ধমান : চারদিকে চিনা মাঞ্জা নিয়ে যখন আতঙ্ক আর পুলিশের কড়া নজরদারি, তারই মাঝে বুধবার পৌষসংক্রান্তির দিন শুরু হল টানা তিন দিনের বর্ধমানে ঘুড়ি উৎসব। প্রথম দিন বর্ধমানে, দ্বিতীয় দিন বাহির সর্বমঙ্গলাপাড়া এবং তৃতীয় দিন সদরঘাটের দামোদরের চরে হয় ঘুড়ির মেলা। উল্লেখ্য, কলকাতা-সহ বিভিন্ন জায়গায় বিশ্বকর্মা পুজোয় ঘুড়ির মেলা হলেও বর্ধমানে রাজ আমল থেকেই পৌষসংক্রান্তিতে ঘুড়ি ওড়ানোর চল রয়েছে। বর্ধমান মহারাজ মহাতাব চাঁদ তাঁর আমলে দেশ-বিদেশ থেকে নানা রঙের, নানা আকারের ঘুড়ি আনাতেন। এমনকী কারিগরদের নিয়ে এসে ঘুড়ি তৈরি করানো হত রাজবাড়িতেই। পৌষ সংক্রান্তির সকাল থেকে রাজবাড়ির ছাদে ঘুড়ি ওড়ানোর আনন্দে মেতে উঠতেন বর্ধমানের মহারাজা মহাতাব চাঁদ। রাজা বা রাজ আমল না থাকলেও ঘুড়ি ওড়ানোর প্রথা আজও বজায় বর্ধমানে। বুধবার থেকে শুরু হওয়া ঘুড়ি মেলায় রয়েছে এমনকি মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গলের সবুজ-মেরুন, লাল-হলুদ জার্সির রঙের ঘুড়িও। ছাদে ছাদে ঘুড়ি ওড়াতে ব্যস্ত আট থেকে আশি, পিছিয়ে নেই মহিলারাও। সঙ্গে চলছে রান্নাবান্না ও খাওয়া দাওয়া। ছাদেই জমিয়ে পিকনিকের মুডে শহরবাসী। আকাশে পেটকাটি, চাঁদিয়াল, বকমার-সহ লাল, নীল, সাদা, কালো রকমারি ঘুড়ির মেলা। জেলা পুলিশের এক কর্তা জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই গোটা জেলাজুড়ে চিনা মাঞ্জার বিরুদ্ধে হানাদারি চলছে। রয়েছে কড়া নজরদারিও।

১০
১৬ জানুয়ারি ২০২৬
শুক্রবার

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

16 January, 2026 • Friday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

মানিকচক হাসপাতালে আধুনিক পরিষেবা

উদ্বোধনে স্বাস্থ্য আধিকারিক।

সংবাদদাতা, মালদহ : শহর বা ভিনরাজ্যে ছোটার দরকার নেই। এবার মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালেই মিলবে উন্নতমানের আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা। প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের জন্য বড় স্বস্তি এনে দিয়ে হাসপাতালটিতে চালু হল একাধিক অত্যাধুনিক স্বাস্থ্যসুবিধা ও নতুন ওপিডি ভবন। বসেছে স্যাটেলাইট আইওটি, উন্নতমানের এক্স-রে মেশিন এবং প্রায় ৪০ ধরনের রক্তপরীক্ষার আধুনিক ল্যাবরেটরি। ফলে সাধারণ চিকিৎসার পাশাপাশি এখন থেকে চক্ষু চিকিৎসা ও বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ পরিষেবাও পাওয়া যাবে। নতুন পরিষেবার উদ্বোধন ছিলেন স্বাস্থ্য আধিকারিকরা, চিকিৎসক ও জনপ্রতিনিধিরা। মালদহ জেলা পরিষদের সদস্য কবিতা মন্ডল জানান, এতদিন চক্ষু চিকিৎসা বা উন্নত পরীক্ষার জন্য সাধারণ মানুষকে দূরদূরান্তে যেতে হত, ফলে সময় ও অর্থ দুটোই নষ্ট হত। এখন মানিকচক ব্লক এবং আশপাশ এলাকার লক্ষাধিক মানুষ সরাসরি উপকৃত হবেন।

ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতা

ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতার সূচনা।

সংবাদদাতা, কোচবিহার : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দফতরের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার কোচবিহারে হল ৩৭তম রাজ্য ভাওরাইয়া সঙ্গীত প্রতিযোগিতা। এদিন কোচবিহারের রবীন্দ্রভবনে এই প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। উদ্বোধন করেন উদযাপন কমিটির চেয়ারম্যানরবীন্দ্রনাথ ঘোষ। ছিলেন জেলাশাসক রাজু মিশ্র, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়, খোকন মিঞা, পরিমল বর্মন প্রমুখ।

এসআইআর-আতঙ্কে মৃত্যু তিন, আত্মঘাতী ১ বিএলও

প্রতিবেদন : এসআইআর আতঙ্কে রাজ্যে মৃত্যু অব্যাহত। বৃহস্পতিবারও শুনানি আতঙ্কে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ ও লালগোলায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারালেন দুই প্রবীণ। একইসঙ্গে দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে আত্মঘাতী এক পরিযায়ী শ্রমিক। আবার খাস কলকাতাতেও অতিরিক্ত কাজের চাপ সইতে না পেরে আত্মঘাতী এক বিএলও।

বৃহস্পতিবার শুনানি-আতঙ্কে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে পুটু শেখ (৬৪) নামে এক ব্যক্তির। বেলা ১২টা নাগাদ বাড়ির সব লোক যখন সামশেরগঞ্জ বিডিও অফিসে শুনানির লাইনে দাঁড়িয়ে, তখন রামেশ্বরপুর-চাচন্ড গ্রামের বাড়িতে পুটু শেখ হৃদরোগে আক্রান্ত হন। পরিবার সূত্রে খবর, খসড়া ভোটার তালিকায় নামের বানানে সামান্য ভুল থাকার জন্য পুটুকে শুনানির নোটিশ ধরানো হয়েছিল। তাঁর পরিবারের একাধিক সদস্যকেও ছোটখাটো ভুলের জন্য শুনানিতে ডাকা হয়েছিল। পুত্রবধূ জানিয়েছেন, সকালে শুনানির লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম, সেইসময় শ্বশুরমশাইয়ের মৃত্যুর খবর পাই। পরিবারের একাধিক লোকের নাম শুনানির তালিকায় থাকায় তিনি আতঙ্কে ছিলেন।

মুর্শিদাবাদেরই লালগোলা থানার লতিবেরপাড়ায় শুনানিতে হাজিরা দেওয়ার পর থেকেই প্রবল আতঙ্কে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন সাবেরা বিবি (৪০)। পরিবার সূত্রে খবর, নামের বানানে ভুল থাকায় বুধবার শুনানিতে ডাক পড়েছিল তাঁর। নোটিশ হাতে পাওয়ার পর থেকেই আতঙ্কে ছিলেন। বুধবার শুনানির লাইনে দাঁড়িয়ে আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন। হিয়ারিং থেকে ফেরার পর তাঁকে বৃহস্পতিবার ভোর রাতে কৃষ্ণপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর।

মৃত সুভাষ হেমব্রম, পুটু শেখ।

দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে শুনানি-আতঙ্কে আত্মঘাতী পরিযায়ী শ্রমিক সুভাষ হেমব্রম (৩০)। বৃহস্পতিবার শুনানিতে ডাক পড়েছিল। গত ১১ জানুয়ারি গোয়া থেকে ট্রেনে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হন। ভুবনেশ্বরে ট্রেন দীর্ঘক্ষণ সিগনালে দাঁড়িয়ে থাকলে সময়মতো বাড়ি পৌঁছতে না পারার আশঙ্কায় ট্রেন থেকে নেমে লাইনের পাশে একটি গাছে গলায় গামছার ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হন সুভাষ। ওড়িশা পুলিশ দেহ উদ্ধার করে। বৃহস্পতিবার খাস কলকাতার মুকুন্দপুরে এসআইআরের অতিরিক্ত কাজের চাপ সইতে না পেরে আত্মঘাতী হয়েছেন বিএলও অশোক দাস। এদিন যাদবপুর বিধানসভার ১১০ নং পার্টের বিএলও অশোকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। স্ত্রীর অভিযোগ, পাহাড়প্রমাণ কাজের চাপ সহ্য করতে পারেননি অশোক। পরিবারের পাশে রয়েছে তৃণমূল।

বিরোধী-উসকানি, চাকুলিয়ায় শুনানি কেন্দ্রে ভাঙচুর, নিগ্রহ

সংবাদদাতা, চাকুলিয়া : বিজেপি এসআইআর শুনানির নামে চর হয়রানি করছে মানুষজনকে। ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে বহু মানুষের। তা নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে মানুষের মধ্যে। তাকেই উসকে দিয়ে বিজেপি রণক্ষেত্র তৈরি করল উত্তর দিনাজপুর জেলার চাকুলিয়াকে। বিডিও অফিসে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের পাশাপাশি, হেনস্থার শিকার হলেন বিধায়ক। পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খেতে হল পুলিশকে। দফায় দফায় বিক্ষোভে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

এদিন সকাল থেকে চাকুলিয়ার কাহাটা, বেহরিয়া, শিরসি ও ভুঁইধরের বিভিন্ন এলাকায় ক্ষোভ উগরে দেন ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জনরোষ চরম আকার ধারণ করে। বিক্ষোভকারীরা চাকুলিয়া বিডিও অফিসে চড়াও হয়। শুনানি চলাকালীনই ব্লক অফিসের বিভিন্ন ঘরে ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয়। গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র নষ্ট করে অফিসের ভিতরে আগুন লাগানো হয় বলে অভিযোগ। বাদ যায়নি বাংলা সহায়তা কেন্দ্রটিও। বিক্ষোভ সামাল দিতে গিয়ে চাকুলিয়া থানার আইসি-সহ বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন। উত্তেজিত জনতা স্থানীয় তৃণমূল কার্যালয়েও হামলা চালায়। সেখানে কম্পিউটার ও আসবাবপত্র ভাঙচুর করে। বিক্ষোভকারীদের হাতে হেনস্থার শিকার হন চাকুলিয়ার বিধায়ক মিনহাজুল আরফিন আজাদ।

তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ এ নিয়ে বলেন, তৃণমূল কোনও অবস্থাতেই কোনওরকম অশান্তি, বিশৃঙ্খলা,

আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

অপ্রীতিকর ঘটনাকে সমর্থন করে না। তৃণমূল এর তীব্র বিরোধিতা করছে। মানুষের কাছে তৃণমূলের স্পষ্ট বার্তা, মাথা ঠান্ডা করে যতটা সম্ভব আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মেটাতে হবে। কিন্তু বিজেপির নির্দেশে নির্বাচন কমিশন মানুষকে যেভাবে হেনস্থা-হয়রানি করছে, তাতে কিছু শক্তি তো এই সুযোগে অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করবেই। সাধারণ মানুষকে হয়রান করে একটা ক্ষোভের জায়গা করে দিচ্ছে। সেটাকে এ-রাজ্যে অশান্তির ছবি হিসেবে দেখাতে ব্যবহার করা হতে পারে। এরা একে-অপরের সঙ্গে হাত মিলিয়েও থাকতে পারে। একদিকে, এসআইআরের নামে বৈধ ভোটারের নাম কাটা এবং অন্যদিকে এই সুযোগে বাংলায় অশান্তি তৈরি করা। বাংলাকে বদনাম করতে গোটা বিষয়টা বাম-রাম-কং হাত মিলিয়ে করতে পারে।

স্থানীয় বিধায়কের দাবি, এই ঘটনার পেছনে বিরোধীদের ইন্ধন রয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন পুলিশ সুপার জবি থমাস ও মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রবিরাজ অবস্থি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

তৃণমূল লিগাল সেলের উপহার

খুদে পড়ুয়াদের দেওয়া হচ্ছে উপহার।

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : রায়গঞ্জে তৃণমূল লিগ্যাল সেল নতুন বছরের শুরুতে প্রান্তিক শিশুদের মুখে হাসি ফোটাতে শিশু সদনের প্রায় ১৮০ জন খুদে আবাসিকের হাতে তুলে দিল নতুন খাতা, পেন এবং শিক্ষাসামগ্রী। বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জ চাইল্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটি পরিচালিত শিশু সদনের আবাসিক শিশুদের জন্য এক বিশেষ সহায়তা কর্মসূচির আয়োজন করে সংগঠনের জেলা শাখা। পড়াশোনার উপকরণের পাশাপাশি শিশুদের দেওয়া হয় বিভিন্ন ফল ও চকোলেট। নতুন বছরের শুরুতেই এমন উপহার পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে শিশু সদনের আবাসিকরা। ছিলেন জেলা তৃণমূল লিগ্যাল সেলের চেয়ারপারসন স্বরূপ বিশ্বাস ও অন্যরা।

কেন তৎপর হয় এজেন্সি?

(প্রথম পাতার পর)

ইডির তল্লাশি-অভিযান নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন রাজ্য সরকারের তরফে সওয়াল করা আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি। তাঁর সওয়াল, ইডি নিজেই তাদের পঞ্চনামা (তল্লাশি রিপোর্ট)-য় বলছে, তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছে শান্তিপূর্ণভাবে, লেডি কনস্টেবলদের উপস্থিতিতে। তাহলে তারা মামলার আবেদনে প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের তল্লাশিতে বাধাদানের অভিযোগ করছে কী করে? সকালে ৬-৪৫ মিনিট থেকে তল্লাশি চালানো হয়েছে। স্থানীয় থানায় ইডি ইমেল করেছে সকাল ১১-৩০ মিনিটে। থানায় ইমেল পাঠানোর ৫ ঘণ্টা আগে থেকে তল্লাশি চালানো হয়েছে কী করে? ইডির এই দ্বিচারিতা আসলে পুরো উদ্দেশ্যটাকে ঢাকার প্রচেষ্টা।

একই সুরে রাজ্যের বিধানসভা ভোটের আগে ইডির এই তল্লাশি অভিযানের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী এবং তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করা বর্ষীয়ান আইনজীবী কপিল সিবাল। তাঁর দাবি, ২০২১ সালে আই প্যাকের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের। ইডি জানত যে, এই অফিসে তল্লাশি চালালে নির্বাচন সংক্রান্ত প্রচুর তথ্য পাওয়া যাবে। ভোটের মুখে এই তল্লাশির কী প্রয়োজন? ইডি অসৎ উদ্দেশে এই তল্লাশি চালিয়েছে, নির্বাচনের আগে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা তৈরির লক্ষ্যে। এই তল্লাশি কার সুবিধের জন্য করা হয়েছে? দলের চেয়ারম্যান হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীর পূর্ণ অধিকার ছিল এই অফিসে যাওয়ার। তিনি নিজে একজন জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা প্রাপ্ত ব্যক্তি। তাঁর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্যই শীর্ষ পুলিশ কর্তারা ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন।

মামলাকারী নিজেই দাগি

(প্রথম পাতার পর) দাবি করেন কুণাল। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, যে লক্ষ্মী টুঙ্গোর মামলার ওপর ভিত্তি করে ২০১৬ সালের পুরো প্যানেল বাতিল করা হয়েছিল এখন দেখা যাচ্ছে তিনি নিজেই একজন 'দাগি' প্রার্থী। সিবিআই আদালতে 'দাগি'দের যে তালিকা জমা দিয়েছিল, সেখানে এই লক্ষ্মী টুঙ্গোর নাম রয়েছে। অর্থাৎ যে নিজেই একজন দাগি! তাঁর মামলার ওপর ভিত্তি করে বিকাশ ভট্টাচার্য-সহ অন্য আইনজীবীরা এত নীতির কথা বলে এতজনের চাকরি বাতিল করে তাঁদের চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দিলেন। এই 'দাগি' লক্ষ্মী টুঙ্গোর জমা দেওয়া পিটিশন থেকে দেখা যাচ্ছে তাঁর বাড়ির ঠিকানা নন্দীগ্রামে। তাহলে কি ধরে নিতে হবে বিজেপি নন্দীগ্রাম থেকে 'দাগি'দের ধরে এনে এখানে বামেদের হাতে তুলে দিচ্ছে? এখানে সিপিএম ও বিজেপি কি হাত মিলিয়েছিল, এরা দাগিদের এনে দেবে, আর একদল তাকে হাতিয়ার করে এই মামলা করে এতবড় ক্ষতি করবে, এর পুরোটাই কি সেটিং? এটা নিয়ে সবিস্তার তদন্তের দাবি জানান কুণাল। সেই সঙ্গে আদালতকেও পুরো বিষয়টি পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানান তিনি।

জয়েন্টের দিন বদল

(প্রথম পাতার পর) ২৯ জানুয়ারি হবে পেপার-২ পরীক্ষা। বিই, বিটেকের জন্য পেপার-১ পরীক্ষা দু'ধাপে হওয়ার কথা ছিল। সকাল ৯টা থেকে ১২টা এবং দুপুর ৩টে থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত পরীক্ষার সময় নির্ধারিত ছিল। ২৯ তারিখ বি আর্ক (আর্কিটেকচার) পরীক্ষা হবে সকাল ৯টা থেকে সাড়ে ১২টা পর্যন্ত। এদিন এনটিএ এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছে, ২৩ জানুয়ারির পরীক্ষার দিন বদল করা হয়েছে। তবে পরিবর্তিত সূচি জানানো হয়নি। এ বিষয়ে পরে দিন ঘোষণা করবে সংস্থা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঝ-আকাশে আচমকাই যান্ত্রিক ত্রুটি। ১৯০ জন যাত্রীকে নিয়ে বুধবার দিল্লি বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করল সিঙ্গাপুরগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান। বিমানটি ১ ঘণ্টা আকাশে উড়ার পর আগুন লাগার সংকেত মেলে। সব যাত্রী সুরক্ষিত এবং অক্ষত বলে জানানো হয়েছে

দিল্লি দরবার

১১
১৬ জানুয়ারি ২০২৬
শুক্রবার

অভিযোগের তির বিজেপির দিকেই

মহারাষ্ট্রের পুরনির্বাচনে অভিনব জালিয়াতি কালির বদলে মার্কার

মুম্বই : মহারাষ্ট্রের পুরনির্বাচনেও ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ। এবারের কারচুপি বেশ অভিনব কায়দায়। ভোট দেওয়ার পরে ভোটারদের আঙুলে কালির বদলে দেওয়া হচ্ছে মার্কারের ছাপ। খুব সহজেই উঠে যাচ্ছে সেই দাগ। বৃহস্পতিবার বৃহন্মুম্বই পুরনিগমের নির্বাচনে এই নিয়ে সরব হয়েছে বিরোধীরা। অভিযোগ, বিজেপি এবং তার সহযোগীদের জেতাতেই এই সুপরিকল্পিত কারচুপি।

সবচেয়ে বেশি সোচ্চার হয়েছে উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা এবং রাজ ঠাকরের মহারাষ্ট্র নবনির্মান সেনা। স্পষ্টতই ইঙ্গিত বিজেপি এবং তার দোসরদের বিরুদ্ধে। দেশের বৃহত্তম এবং ধনীতম পুরসভা বৃহন্মুম্বই পুরনিগম ছাড়াও এদিন রাজ্যের আরও ২৮টি পুরসভায় ভোটগ্রহণ হয়। এদিন কালি নিয়ে কারচুপির অভিযোগটি প্রথম তোলেন রাজের দলের মহিলা প্রার্থী ঊর্মিলা তাম্বে। তাঁর অভিযোগ, কল্যাণ এলাকার কয়েকটি বুথে এই কালি-কেলেঙ্কারিতে যুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা। এরপরেই উদ্ধবের দলের পক্ষ থেকে ভোটারদের সতর্ক থাকতে অনুরোধ করা হয়। উদ্ধবের দলের নেতা সাইনাথ দুর্গে সরাসরি অভিযোগ করেন, মার্কার পেনের দাগ সহজেই মুছে ফেলা যাচ্ছে। বিরোধীদের কথায়, এমন জালিয়াতি করে নির্বাচন তো অর্থহীন।

বিজেপি-রাজ্যে কাজ নেই, নেই মহিলাদের নিরাপত্তাও

হরিয়ানায় চাকরির খোঁজে গিয়ে গণধর্ষিতা যোগীরাজ্যের তরুণী

চণ্ডীগড় : এমনই অপদার্থ বিজেপি রাজ্যের প্রশাসন। মুখে বড়বড় কথা বললেও মহিলাদের নিরাপত্তার সামান্যতম নিশ্চয়তাও দিতে পারছে না গেরুয়া সরকার। চাকরির খোঁজে আসা তরুণীকে বাসস্ট্যান্ড থেকে তাঁর আত্মীয়দের সামনে থেকেই তুলে নিয়ে গিয়ে অবাধে ধর্ষণ করছে দুষ্কৃতীরা। এবারের ঘটনা হরিয়ানায়। যোগীরাজ্য থেকে আর এক বিজেপি শাসিত রাজ্য হরিয়ানায় চাকরি খুঁজতে গিয়ে গণধর্ষিত হলেন এক তরুণী। মাঝরাতে বাসস্ট্যান্ডে নামামাত্রই তাঁকে নিতে আসা আত্মীয় এবং কাকাকে মারধর করে তরুণীকে তুলে নিয়ে গিয়ে একটি ধাবার মধ্যে গণধর্ষণ করে ৫ দুষ্কৃতী। শুধু ধর্ষণ নয়, নির্যাতিতাকে ব্যাপক মারধর করে তাঁর কাছ থেকে টাকাপয়সা এবং এটিএম কার্ডও ছিনিয়ে নেয় ধর্ষণকারীরা। অনলাইনে মদও কেনে তারা।

ন্যক্কারজনক ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাত ২টো নাগাদ। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, কাজের খোঁজে হরিয়ানায় পৌঁছে এক আত্মীয়ের বাড়ি যাচ্ছিলেন ওই তরুণী। সঙ্গে ছিলেন তাঁর কাকাও। পণ্ডিত শ্রীরাম শর্মা মেট্রোস্টেশনের কাছে বাস থেকে নামামাত্র তাঁকে ঘিরে ধরে ৫ জন। তাঁকে নিতে আসা আত্মীয় এবং সঙ্গে থাকা কাকাকে ব্যাপক গালিগালাজ করে মারধর করে তারা। হুমকিও দেয়। আত্মীয় এবং কাকাকে তাড়িয়ে দিয়ে তুলে নিয়ে যায় তরুণীকে।

এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল উত্তেজনা দেখা দেয় এলাকায়। বিজেপি প্রশাসন এবং পুলিশের অপদার্থতাকে এই ঘটনার জন্য দায়ী করেন সাধারণ মানুষ। প্রথমদিকে গাছাড়া মনোভাব দেখালেও জনরোষের চাপে পড়ে শেষপর্যন্ত তদন্তে নামতে বাধ্য হয় পুলিশ। ইউপিআই লেনদেন খতিয়ে দেখে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে পরেরদিন বাহাদুরগড় থেকে ৪ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

তদন্তের নামে মারধর, ঝাড়খণ্ডের ইডি দফতরে হানা দিল বিশাল পুলিশ বাহিনী

রাঁচি : জোর করে স্বীকারোক্তি আদায় করতে ঝাড়খণ্ডের এক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মীর উপর ব্যাপক নির্যাতনের অভিযোগ উঠল ইডির বিরুদ্ধ। অভিযোগ পেয়ে রাঁচিতে ইডির দফতরে হানা দিল সেরাজ্যের বিশাল পুলিশবাহিনী। সন্তোষ কুমার নামে ঝাড়খণ্ড সরকারের এক অবসরপ্রাপ্ত কর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে মারধরের অভিযোগের তদন্ত করতেই বৃহস্পতিবার পুলিশের এই বিশেষ অভিযান। বাংলায় ইডি-পুলিশ সংঘাতের সময় পড়শি-রাজ্যে ইডি অফিসে সেখানকার পুলিশের এই অভিযান নিঃসন্দেহে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সন্তোষ কুমার নামে ঝাড়খণ্ড সরকারের অবসরপ্রাপ্ত ওই কর্মী রাঁচি এয়ারপোর্ট থানায় অভিযোগ করেছিলেন,জল সরবরাহ দুর্নীতি সংক্রান্ত একটি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ইডি তাদের অফিসে তলব করে জোর করে তাঁর স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করে। ব্যাপক মারধরও করে। সেই সঙ্গে চলে হুমকিও। প্রবীণ ওই ব্যক্তি ইডির নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে কিছুটা অসুস্থবোধও করেন বলে অভিযোগ। বিষয়টি তিনি জানান পরিবারের সদস্যদের। ঝড়খণ্ড পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করে তিনি। এরপরেই এক ডিএসপির নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী হানা দেয় ইডি অফিসে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য দেখা দেয় ঝাড়খণ্ডের রাজধানীতে। ইডির স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় রাজনৈতির মহল থেকে সাধারণ মানুষও।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফের মুখ্যমন্ত্রী করতে বিশেষ ভূমিকা নেবে জেনজি

নয়াদিল্লি : বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূলকে আবার জয়ী করতে আধুনিক প্রজন্ম তথা তরুণ ও যুবসম্প্রদায় বিশেষ ভূমিকা নেবে বলে নিশ্চিত রাজ্যসভায় তৃণমূলের দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। এর সপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে মোট ২৬টি কারণ তুলে ধরেছেন তিনি। তাঁর কথায়, বাংলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১২ থেকে বেড়ে ৪৭ হয়েছে, ২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পরেই। শুধুই তাই নয়, ১৪টি নতুন মেডিক্যাল কলেজ, ৫১টি সরকারি কলেজ এবং ৫০০টি নতুন আইটিআইও গড়ে উঠেছে। ২ কোটির বেশি চাকরির সুযোগ হয়েছে গত ১৪ বছরে। বেঙ্গল সিলিকন ভ্যালি টেকহাব রাজারহাট-নিউটাউনের ২০০ একর জমিতে গড়ে উঠেছে। যেখানে এখন রয়েছে ৪১ টি তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা। প্রায় ৩ লক্ষ আইটি পেশাদারদের জন্য সরাসরি চাকরির ব্যবস্থা হয়েছে। বাংলায় ৪৭ লক্ষ তরুণকে উৎকর্ষ বাংলা প্রকল্পে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। গত ৬ বছরে সব মিলিয়ে ৪৭ হাজার সংস্থা বাংলায় কর্মসংস্থানের পথকে প্রসারিত এবং মসৃণ করেছে। এই সব কারণেই জেনজি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর। নিশ্চিত ডেরেক ও'ব্রায়েন।

নিশ্চিত ডেরেক

ভারতের বৈচিত্র্যই গণতন্ত্রের শক্তি

নয়াদিল্লি : বৈচিত্র্যকে শক্তিতে রূপান্তরিত করতে হয় কীভাবে তা দেখিয়ে দিয়েছে ভারত। সেই কারণেই দেশের গণতন্ত্র এত স্থিতিশীল এবং মজবুত। সংসদের সেন্ট্রাল হলে কমনওয়েলথ দেশগুলোর স্পিকার ও প্রিসাইডিং অফিসারদের ২৮তম সম্মেলনে এই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের মহিমাই তুলে ধরা হল ভারতের পক্ষ থেকে। মোট ৪২টি সদস্য দেশ এবং ৪টি আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংসদ থেকে ৪৫ জন স্পিকার ও ১৬ জন ডেপুটি স্পিকারসহ মোট ৬১ জন প্রিসাইডিং অফিসার যোগ দিয়েছেন ৩দিনের এই সম্মেলনে।

দিল্লির চিড়িয়াখানায় জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হল খ্যাঁকশিয়ালকে, অভিযোগ রেঞ্জারের বিরুদ্ধে

নয়াদিল্লি : এমন নৃশংস ঘটনা আগে কখনও ঘটেছে কি? দিল্লির চিড়িয়াখানা ন্যাশনাল জুলজিক্যাল পার্কের মধ্যে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হল একটি খ্যাঁকশিয়ালকে। পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠেছে দায়িত্বে থাকা খোদ রেঞ্জারের বিরুদ্ধেই। এবং অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, অভিযোগটি এনেছে চিড়িয়াখানার কর্মী ইউনিয়নই। এই নৃশংস ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গেই সঙ্গেই শিউরে উঠেছেন সাধারণ মানুষ। নিন্দায় সরব পশুপ্রেমীরা। দাবি জানিয়েছেন নিরপেক্ষ তদন্তের। শীতকালে ভিড়ে ঠাসা দিল্লি চিড়িয়াখানায় ঘুরতে আসা পর্যটকরাও এই ঘটনায় স্তম্ভিত।

পরিবেশ মন্ত্রককে ইউনিয়ন জানিয়েছে, ২২ নভেম্বর চিড়িয়াখানার এনক্লোজার থেকে

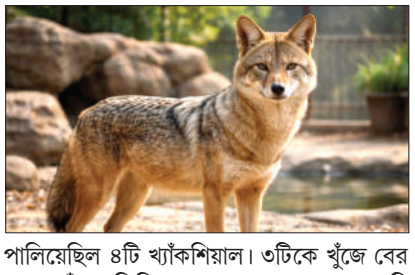

পালিয়েছিল ৪টি খ্যাঁকশিয়াল। ৩টিকে খুঁজে বের করে খাঁচায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হলেও একটি ঢুকে পড়ে হিমালয়ান ভালুকের এনক্লোজারের ভেতরে। তাড়া খেয়ে ভয়ার্ত খ্যাঁকশিয়ালটি ঢুকে পড়ে হিমালয়ান ভালুকের জন্য কাটা সুড়ঙ্গে। কিন্তু চিড়িয়াখানা কর্মীদের অভিযোগ, পশুটিকে উদ্ধার করতে আইন কিংবা নিয়মকানুনের ধারও ধারেনি চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ। রেঞ্জার নিজেই নেমে পড়েন খ্যাঁকশিয়ালটিকে ধরতে। লঙ্কাগুঁড়ো ছড়িয়ে আগুন লাগিয়ে দেন এনক্লোজারের সুড়ঙ্গের মুখে। দিনদুয়েক পরে খাঁচার মধ্যে খ্যাঁকশিয়ালটির দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। সেটি উদ্ধার করে পুরোপুরি পুড়িয়ে দিতে চিড়িয়াখানা কর্মীদের নির্দেশ দেন দায়িত্ব থাকা রেঞ্জার। আইন মেনে ময়নাতদন্তের ধারও ধারেননি। চিড়িয়াখানার ডিরেক্টর সঞ্জিত কুমার অবশ্য এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, এমন কোনও ঘটনাই ঘটেনি। তবে বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইনে উচ্চপর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশমন্ত্রক।

সাই হস্টেলে দুই নাবালিকার মৃত্যু

তিরুবন্তপুরম: কেরলে কেন্দ্রীয় সরকারের স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার হস্টেলে দুই নাবালিকা খেলোয়াড়ের রহস্যমৃত্যু। বৃহস্পতিবার সকালে হস্টেলের ঘর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে দুই নাবালিকার ঝুলন্ত দেহ। পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করেছে।

মৃত নাবালিকার একজনের বয়স ১৭ ও অন্য জনের ১৫ বছর। তাঁরা যথাক্রমে কোঝিকোড় এবং তিরুবন্ততপুরমের বাসিন্দা। একজন প্রশিক্ষণরত অ্যাথলিট এবং অন্যজন প্রশিক্ষণরত কবাডি খেলোয়াড়। দু'জনেই হস্টেলের একটি ঘরে এক সঙ্গে থাকত।

দেশ বিদেশ

16 January, 2026 • Friday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের নির্বাচনের আসনরফা নিয়ে জট বেঁধেছে জামাত শিবিরে। বৃহস্পতিবার জামাত জোটের আসনরফা নিয়ে বৈঠকে অনুপস্থিত দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ইসলামপন্থী দল ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশ

সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ১৩১৮টি ঘৃণা ভাষণের ঘটনা, সর্বাধিক উত্তরপ্রদেশে

নয়াদিল্লি: ভারতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর সহিংসতা ও বিদ্বেষমূলক প্রচারের ঘটনা বাড়ছে মোদি জমানায়। ইন্ডিয়া হেট ল্যাব-এর নতুন রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৫ সালে দেশের বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ধর্মীয় সংখ্যালঘু, বিশেষ করে মুসলিম ও খ্রিস্টানদের লক্ষ্য করে অন্তত ১,৩১৮টি ঘৃণ্য ভাষণের ঘটনা ঘটেছে। এই পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশে প্রতিদিন গড়ে চারটি করে ঘৃণা ছড়ানো ভাষণের ঘটনা ঘটছে। ২০২৪ সালের তুলনায় বিদ্বেষমূলক প্রচারের হার ১৩% এবং ২০২৩ সালের (৬৬৮টি ঘটনা) তুলনায় প্রায় ৯৭% বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইন্ডিয়া হেট ল্যাব-এর ১০০ পাতার এই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মোট ঘটনার ৯৮% বা ১,২৮৯টি ক্ষেত্রে মুসলিমদের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। এর মধ্যে ১১৫টি ক্ষেত্রে সরাসরি মুসলিমদের এবং ১৩৩টি ক্ষেত্রে মুসলিম ও খ্রিস্টান উভয় সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে আক্রমণাত্মক ভাষণ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, খ্রিস্টানদের লক্ষ্য করে মোট ১৬২ টি ঘৃণ্য ভাষণের ঘটনা ঘটেছে, যা ২০২৪ সালের তুলনায় ৪১% বেশি। সম্প্রতি ইউএস হলোকাস্ট মিউজিয়ামের একটি আন্তর্জাতিক গবেষণায় গণহত্যা বা ব্যাপক সহিংসতার ঝুঁকির দিক থেকে ১৬৮টি দেশের মধ্যে ভারতকে চতুর্থ

ভারতে এক বছরের রিপোর্ট, সিংহভাগই বিজেপি রাজ্যগুলিতে

স্থানে রাখা হয়েছে। এর পাশাপাশি যে দেশগুলোতে এখনও বড় ধরনের সহিংসতা শুরু হয়নি কিন্তু সেগুলি ঝুঁকির মুখে রয়েছে, সেই তালিকায় ভারত শীর্ষে।

২০২৫ সালে উত্তরপ্রদেশে সর্বাধিক ২৬৬টি ঘৃণ্য ভাষণের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। এরপর রয়েছে মহারাষ্ট্র (১৯৩), মধ্যপ্রদেশ (১৭২), উত্তরাখণ্ড (১৫৫) এবং দিল্লি (৭৬)। রিপোর্টে দেখা গেছে, ঘৃণ্য ভাষণের ৮৮% বা ১,১৬৪টি ঘটনা ঘটেছে বিজেপি শাসিত রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোতে। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি ৭১টি ঘৃণা-ভাষণ দিয়ে এই তালিকার শীর্ষে রয়েছেন। বিজেপি নেতা অশ্বিনী উপাধ্যায় এবং প্রবীণ তোগাড়িয়াও এই তালিকায় ওপরের দিকে আছেন। মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী নীতেশ রানেও উসকানিমূলক বক্তব্যের জন্য শীর্ষ পাঁচের মধ্যে রয়েছেন। অন্যদিকে, বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলোতে ঘৃণ্য ভাষণের সংখ্যা ১৫৪টি, যা গত বছরের তুলনায় ৩৪% কম। রিপোর্টে বলা হয়েছে, মোট ভাষণের ৫০% ক্ষেত্রেই বিভিন্ন 'জিহাদ' সংক্রান্ত ষড়যন্ত্র-তত্ত্ব ব্যবহার করা হয়েছে। ২৩% ভাষণে সরাসরি সহিংসতার ডাক দেওয়া হয়েছে এবং ১৩৬টি ক্ষেত্রে অস্ত্র তুলে নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দল এই ধরণের অনুষ্ঠান আয়োজনে সবচেয়ে সক্রিয় ছিল। বিশেষ করে রাম নবমীর সময় এপ্রিলে সর্বোচ্চ ১৫৮টি এমন ঘটনা ঘটে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে 'উইপোকা', 'পরজীবী' বা 'সবুজ সাপ'-এর মতো অবমাননাকর ও অসম্মানজনক শব্দ ব্যবহারের প্রবণতাও লক্ষ্য করা গেছে। এছাড়া মসজিদ ও গির্জা ভাঙার ডাক এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক বয়কটের আহ্বানও এই রিপোর্টে উঠে এসেছে।

এবার গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না : ট্রাম্পকে হুমকি?

ইরান-আমেরিকা বাগ্‌যুদ্ধ জারি

তেহরান: গত কয়েকদিন ধরে সংঘাত বাড়ছে ইরান এবং আমেরিকার মধ্যে। চলছে লাগাতার বাগ্‌যুদ্ধ। ইরানে খামেনেই সরকারের পতন সময়ের অপেক্ষা বলে হুমকি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। পাশাপাশি বিক্ষোভকারীদের সমর্থনের বার্তা দিয়ে বলেছেন, ইরান সরকার যদি একজন বিক্ষোভকারীকেও ফাঁসিতে ঝোলায় তেহরান, তাহলে ফল ভালো হবে না। এর প্রতিক্রিয়ায় ইরানের বিদেশমন্ত্রী বলেন, বিক্ষোভকারীদের ফাঁসি দেওয়ার পরিকল্পনা নেই সরকারের। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার চলছে।

এদিকে এই বাগ্‌যুদ্ধের আবহে এবার পুরনো ঘটনার উল্লেখ করে ট্রাম্পকে খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল ইরানের একটি সরকারি সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে। ২০২৪ সালে পেনসিলভ্যানিয়ার বাটলারে নির্বাচনী জনসভা চলাকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্টের উপর হামলা চালায় এক বন্দুকবাজ। কান ছুঁয়ে বেরিয়ে যায় গুলি। অল্পের জন্য রক্ষা পান ট্রাম্প। তবে ঘটনায় তিনি রক্তাক্ত হন। ট্রাম্পের সেই রক্তাক্ত ছবি ছড়িয়ে গিয়েছিল দুনিয়াজুড়ে। মার্কিন প্রেসিডেন্টের অতীতের সেই ছবি প্রকাশ করে ইরানের সংবাদমাধ্যম লিখেছে, 'এবার কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না!'

ইজরায়েলি-মার্কিন সাংবাদিক এমিলি শ্যাডার সমাজমাধ্যমে একটি ছবি শেয়ার করেছেন। তাতে দেখা গিয়েছে, ইরানের ওই টিভি চ্যানেলে দেখানো হচ্ছে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সেই রক্তাক্ত মুখের ছবি। সঙ্গে পার্সি ভাষায় লেখা, 'এবার গুলি মিস হবে না।' বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। মার্কিন প্রেসিডেন্টকে কি ফের খুনের ছক করা হচ্ছে? কূটনৈতিক মহলের মতে, সরকারি সংবাদমাধ্যমে এ-ধরনের বার্তা দিয়ে আসলে ট্রাম্পকে সতর্ক করল তেহরান। এদিকে ইরানে মূল্যবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য-শিক্ষা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ব্যর্থতা, কট্টরপন্থী ধর্মীয় শাসনের বিরুদ্ধে পথে নেমেছে ক্ষুব্ধ আমজনতা। সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা খামেনেইয়ের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক বিদ্রোহ শুরু হয়েছে। অভিযোগ, বিক্ষোভ রুখতে হিংসাত্মক দমন-পীড়ন চালাচ্ছে ইরানের নিরাপত্তা বাহিনী। শুরু থেকেই তা নিয়ে চড়া সুরে আক্রমণ শানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট। প্রয়োজনে ইরানে সামরিক অভিযান চালানোরও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্পকে এবার খুনের হুমকি দিল ইরানের সংবাদমাধ্যম।

প্রয়াত ক্যাপ্টেনের আত্মীয়কে তলবে ক্ষোভ প্রকাশ পাইলটদের সংগঠনের

নয়াদিল্লি: গত বছরের ১২ জুন আমেদাবাদ থেকে লন্ডনগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান মাটি ছাড়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই আছড়ে পড়ে ধ্বংস হয়ে যায়। এর জেরে প্রাণ হারান ২৬০ জন বিমানযাত্রী। অভিযোগ উঠছে, এই দুর্ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে এবার যাবতীয় সৌজন্যের সীমা লঙ্ঘন করে ফেলেছে এয়ারক্র্যাফ্ট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো বা এএআইবি। এই কেন্দ্রীয় সংস্থার

এয়ার ইন্ডিয়া দুর্ঘটনা

তরফে নোটিশ পাঠিয়ে জেরার জন্য তলব করা হয়েছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানের নিহত পাইলট ক্যাপ্টেন সুমিত সবরওয়ালের আত্মীয় ক্যাপ্টেন বরুণ আনন্দকে। এই ঘটনায় প্রবল ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান পাইলটস বা এফআইপি।

সংগঠনের অভিযোগ, ক্যাপ্টেন বরুণ আনন্দ দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানের সঙ্গে কোনওভাবেই সম্পর্কযুক্ত ছিলেন না। তিনি ঘটনাস্থলেও ছিলেন না। তারপরেও কেন তাঁকে এইভাবে নোটিশ পাঠিয়ে জেরার জন্য তলব করেছে অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রকের অধীনস্ত সংস্থা এএআইবি? এই প্রশ্ন তুলে এবার এই সংস্থাকে আইনি নোটিশ পাঠাল ভারতীয় পাইলটদের সংগঠন। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানের কর্মীদের উপরে দায় চাপানোর জন্যই এইভাবে ক্যাপ্টেন আনন্দকে জেরায় তলব করা হয়েছে, আইনি নোটিশে এই সন্দেহ প্রকাশ করেছে পাইলটদের সংগঠন।

(প্রথম পাতার পর)

খসড়া প্রকাশ না হলেই সমঝে দেবেন মানুষই

এসআইআরের নাম করে ৮ জন মারা গেছে— এই মৃত্যুর দায় কার? হিন্দু, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ রয়েছে এদের মধ্যে। কারও বাড়িতে বিজেপির কেউ গেছে?

ডায়মন্ড হারবার লোকসভাকেন্দ্রের গণ্ডি ছাড়িয়ে সেবাশ্রয় শিবির শুরু হল নন্দীগ্রামে। বৃহস্পতিবার, প্রথমে নন্দীগ্রাম ২ ও পরে নন্দীগ্রাম ১-এ সেবাশ্রয় স্বাস্থ্যশিবির পরিদর্শন করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্যাম্পের প্রচারে ব্যানার লাগাতে চাওয়া তৃণমূল কর্মীদের উপর চড়াও হয়ে মারধরের অভিযোগ ওঠে বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে। এই প্রসঙ্গে শিবির পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিষেক বলেন, প্রতিবছর নন্দীগ্রামে সেবাশ্রয় হবে— পারলে আটকে দেখাক! অঞ্চলে অঞ্চলে এই ক্যাম্প হবে। গদ্দার অপপ্রচার করে সেবাশ্রয়ের ওষুধ খাবেন না, ওতে বন্ধ্যাত্ব হবে। এর পাল্টা এদিন তীব্র আক্রমণ করেন অভিষেক। বলেন, বিজেপি বিধায়ককে ওষুধ খেতে হবে না। সেবাশ্রয় এসে মাথাটা দেখিয়ে যান। এখানে নিউরোর ভাল চিকিৎসক আছেন।

এদিন সেবাশ্রয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন নিজে করেননি অভিষেক। তাঁর নির্দেশেই নন্দীগ্রামের শহিদ পরিবারের সদস্যদের হাত দিয়ে কর্মসূচির সূচনা হয়। বেলা পৌনে তিনটে নাগাদ নন্দীগ্রামের খোদামবাড়িতে পৌঁছে উপস্থিত স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন অভিষেক। পরে শিবিরে আসা রোগী ও তাঁর পরিজনদের সঙ্গে কথা বলেন তৃণমূল-সাংসদ। নির্দেশ দেন প্রয়োজনীয় চিকিৎসার।

বুধবার প্রস্তুতি চূড়ান্ত করছিলেন রমচকের তৃণমূল কর্মীরা। নন্দীগ্রাম ২ ব্লকের এই এলাকায় ব্যানার লাগানোর কাজের সময়ই চড়াও হয় বিজেপির দুষ্কৃতীরা। প্রথমে বাধা দেওয়া হয় ব্যানার লাগাতে। তৃণমূল কর্মীরা তা নিয়ে বাকবিতণ্ডায় জড়ালে তাঁদের মারধর করে ব্যানার ছিঁড়ে দেয় বিজেপি কর্মীরা। এই বিষয়ে এদিন অভিষেক বলেন, এখানকার যিনি বিধায়ক তিনি ক'টা কেন্দ্রীয় প্রকল্প এনেছেন? অভিষেক জানান, নন্দীগ্রামের বাসিন্দারাই তাঁদের এলাকায় সেবাশ্রয় শিবির করার আর্জি জানান। সেই আবেদনে সাড়া দিয়েই নিজের সাংসদীয় এলাকা ডায়মন্ড হারবারের বাইরে নন্দীগ্রামের দুটি ব্লকে সেবাশ্রয়ের আয়োজন করেছেন অভিষেক। ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে শিবির।

অভিষেক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বলেন, প্রতিবছর সেবাশ্রয় হবে নন্দীগ্রামে। পারলে আটকে দেখাক! এর পরেই তীব্র কটাক্ষ করে অভিষেক বলেন, কেন্দ্রে এতবছর বিজেপি রয়েছে। বিজেপি বিধায়ক ক'টা উন্নয়নমূলক প্রকল্প এনেছেন। এরপরেই তিনি বলেন, নন্দীগ্রামে আমাদের সাংসদ-বিধায়ক নেই, তার পরেও আমার কাছে সেবাশ্রয় করার অনুরোধ আসে। আমি তো মানুষকে ফেরাতে পারি না। এই নির্বাচনে নন্দীগ্রামে তৃণমূল জিতলে প্রতিটি ব্লকে সেবাশ্রয় ক্যাম্প করব।

প্রথম ক্যাম্পের অভাবনীয় সাফল্যের পরে সব নাগরিকের সুস্বাস্থ্যের লক্ষ্যে ডায়মন্ড হারবার লোকসভায় ডিসেম্বরের ১ তারিখ থেকে 'সেবাশ্রয় ২' ক্যাম্প চালু করেছেন সাংসদ অভিষেক। প্রথমবারের মতো দ্বিতীয়বারের এই স্বাস্থ্য শিবিরেও শুরু থেকে উপচে-পড়া ভিড়। বিরোধী রাজ্যগুলি অভিষেকের ডায়মন্ড হারবার মডেল নকল করতে চাইছে। অভিষেকের পরিকল্পনা ও কর্মসূচির প্রশংসায় পঞ্চমুখ রোগী থেকে শুরু করে তাঁদের পরিবারের লোকেরাও। এদিন নন্দীগ্রামে 'সেবাশ্রয়' শিবিরের বাইরে ভিড় উপচে পড়ে। প্রিয় নেতাকে একঝলক দেখতে, একবার হাত মেলাতে উদ্বেল হয়ে ওঠেন স্থানীয়রা। অভিষেকও কাউকে নিরাশ করেননি। সবার সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে পাশে পেয়ে আশ্বস্ত ও আপ্লুত রোগী থেকে শুরু করে স্থানীয়রা। তাঁর এই উদ্যোগকে কুর্নিশ জানিয়েছেন নন্দীগ্রামের মানুষ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

‘আশিকি ২’ ছবিতে শ্রদ্ধা কাপুর ও আদিত্য রয় কাপুরের রসায়ন এখনও তাজা দর্শকের মনে। সেই ছবির সিক্যুয়েল ‘আশিকি ৩’ আসছে নতুন বছরে। এই ছবিতে কার্তিক আরিয়ানের সঙ্গে জুটি বাঁধবেন তৃপ্তি দিমরি

নারী চরিত্র বেজায় জটিল

নবান্নে গিয়ে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর মন পড়তে চায় ঝন্টু! কে সে? কেন তার এমন ইচ্ছে? এর উত্তর পাবেন সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত পরিচালক সুমিত-সাহিলের রোম্যান্টিক কমেডি ছবি ‘নারী চরিত্র বেজায় জটিল’-এ। মুখ্যভূমিকায় অঙ্কুশ হাজরা আর ঐন্দ্রিলা সেন। অনাবিল হাসি-মজা, ফ্যান্টাসির মধ্যেই এই ছবি দিল গভীর বার্তা। দেখে এসে লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

সদ্য মুক্তি পেয়েছে প্রযোজক, অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরার রোম্যান্টিক কমেডি ছবি ‘নারী চরিত্র বেজায় জটিল’। ছবির পরিচালক বলিউড খ্যাত সুমিত-সাহিল। এই দুই পরিচিলকের সঙ্গে অঙ্কুশ-ঐন্দ্রিলার এটা দ্বিতীয় ভেঞ্চার। এর আগে অঙ্কুশের প্রযোজনা সংস্থার প্রথম ছবি ‘মির্জা’ পরিচালনার দায়িত্বেও ছিলেন তাঁরাই। সুমিত-সাহিল যমজ ভাই। ‘মির্জা’ ছবিটি ছিল অ্যাকশন-নির্ভর আর এবার সম্পূর্ণ ভিন্নধারার পারিবারিক গল্প নিয়ে হাজির হলেন পরিচালক জুটি।

গল্পের নায়ক ঝন্টু চ্যাটার্জি শিবঠাকুরের বড় ভক্ত কিন্তু ওই মা কালীর পায়ের তলায় পড়ে থাকা ইগোলেস শিবশঙ্করকে সে মোটেও মেনে নিতে পারে না। তাঁর মনে হয় শিবঠাকুরটির কারণেই সব পুরুষের এই হাল! সেই কোন ছোটবেলা থেকে ঝন্টুর জীবন নারীবাহিনীর চাপে ঘেঁটে ঘ। জন্মের পরপরই ঠাকুমা অতি-জঘন্য নামকরণ করেছিলেন জগৎদাতা চ্যাটার্জি। তারপর থেকে ভাল নাম নয়, সে নিজের ডাকনাম ঝন্টুই ব্যবহার করে, সেই থেকে শুরু এরপর ছোটবেলায় স্কুলের মিনি, সুজাতার কাছে হেনস্থা, কলেজে বান্ধবীর সপাট চড়, বাড়িতে মা আর দাপুটে ঠাকুমার নিত্য তুমুল ঝগড়ার মাঝে স্যান্ডউইচ হওয়া, বোনের হিংসুটেপনা— শেষ নেই এখানেও। ঝন্টু একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থা চালায়, সে হল বিয়ের আয়োজক, সেখানেও বিয়ের কনেদের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে তার ল্যাজে গোবরে হাল। আরও আছে, তার চাইল্ডহুড ক্রাশ যার নাম আঁখি। তাদেরই পুরনো ভাড়াটে। সেও পাত্তাই দেয় না ঝন্টুকে। বাড়ি থেকে বাইরে, আপন থেকে পর বিভিন্ন নারীদের কাছে নিত্য নাকাল হয় ঝন্টু। মেয়েরা কেন যে এত জটিল এটাই তার বোধগম্য হয় না। রোজ সে মহেশ্বর আর মা কালীর কাছে প্রার্থনা করে যাতে মেয়েদের যেন তেনারা একটু সহজ সরল করে দেন। যদিও মেয়েদের বিষয়ে ঝন্টু নিজে মোটেও সংবেদনশীল নয়। ঠাকুমার গালমন্দের আড়ালের স্নেহ, দুশ্চিন্তা, মায়ের আর বাড়ির পুরনো কাজের মাসি ঝরনার তার প্রতি চোরাগোপ্তা স্নেহ— সে বোঝে না। সে এটাও বোঝে না কীভাবে পরিবারকে ভালবাসতে হয়, কেয়ার করতে হয়। ঝন্টুর জীবনে একটাই মোক্ষ সে আঁখিকে বিয়ে করে মুম্বইয়ে সেটেল হবে। কিন্তু তা তো হবার নয় কারণ সেখানেও পাকিয়ে রেখেছে বেজায় গোলমাল। একদিন আঁখির বদলে অন্ধকারে প্রোপোজ করে বসে তারই ছোট বোনকে— ব্যস আর কী! ঘেঁটে ফেলেছে সব। তাও আশা ছাড়েনি ঝন্টু। আঁখিকে বিয়ে করে মুম্বইয়ে সেটেল হবে বলে স্থানীয় কাউন্সিলার পকাই পান্ডের কাছে দিনরাত হত্যে দেয়।

সারাক্ষণ কোনও না কোনও মহিলাকে নিয়ে ঝামেলায় জড়িয়ে থাকা এহেন ঝন্টু চ্যাটার্জি হঠাৎ একদিন নবান্নে যেতে চায় দিদির মনের কথা শুনবে বলে! শুনেই পিলে চমকে যাবার জোগাড়! কিন্তু কেন হঠাৎ এমন ইচ্ছে হল তাঁর! কী এমন কাণ্ড ঘটল যে সরাসরি দিদি পর্যন্ত পৌঁছে যেতে চাইল ঝন্টু! এই গল্পের ট্যুইস্টটা ঠিক এখানেই। আর সেই ট্যুইস্টটা বলে দিলে গল্পের অবশিষ্ট বলার আর কিছু থাকে না। তাই থাক।

ছবিটা শুরুতেই ভাল লেগে যাবার কারণ গল্পের কথক। তিনি আর কেউ নন স্বয়ং ভোলা মহেশ্বর আর সেই ভূমিকায় রয়েছেন বুম্বা দা। ভারী ভাল লাগবে নেপথ্যে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের গুরুগম্ভীর অথচ মজার ভয়েস ওভার। ঝন্টু চরিত্রে অঙ্কুশ ভীষণ সাবলীল। ওকে এই ধরনের চরিত্রে বেশি মানায়। ঐন্দ্রিলার সঙ্গে চমৎকার রসায়ন তাঁর। ঐন্দ্রিলা বলিষ্ঠ অভিনেত্রী আরও ভাল ভাল চরিত্রে তাঁর আসা দরকার। এছাড়া বন্ধুর চরিত্রে দেবরাজ ভট্টাচার্য ভাল, সোহিনী সেনগুপ্ত যথাযথ, সোহাগ সেন একটু অতিরঞ্জিত হলেও ভালই হাসিয়েছেন, ঈপ্সিতা মুখোপাধ্যায় ঝন্টুর বোনের চরিত্রে খুব মিষ্টি। পকাই পান্ডের চরিত্রে কৌশিক চক্রবর্তী বেশ ভাল। প্রত্যেকেই দারুণ অভিনয় করেছেন। ছবির অন্তিম বার্তাও খুব পজিটিভ। আকর্ষণীয় হল শ্রীজীবের চিত্রনাট্য এবং সংলাপ। খুব ঝরঝরে এবং চেনা, বাস্তব-ঘেঁষা, খানিক চটুল হলেও ছবির প্লট অনুযায়ী ঠিকঠাক। ছবির দৃশ্যায়ন খুব সুন্দর। এডিটিং সংলাপ ভৌমিক। প্রথম গান ‘কাঁটা ফুটেসে’ অসাধারণ সিনেমাটোগ্রাফি। গানটির শ্যুটিং হয়েছে থাইল্যান্ডে। গানের কোরিওগ্রাফি করেছেন ম্যাগি। গানটি গেয়েছেন বি সাউ, রুবাই। সুরকার বি সাউ। এই ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর করেছেন ঈশান মিত্র। শিলাজিতের ডান্ডা ২.০, সোমলতা আচার্য এবং দুর্নিবার সাহার গাওয়া ‘শোনো গো দখিন হাওয়া’ খুব ভাল লাগবে। কমেডি, রোম্যান্স, ফ্যান্টাসি— সবমিলিয়ে একথায় ভরপুর বিনোদনের রসদ রয়েছে ছবিতে। প্রযোজনায় অঙ্কুশ হাজরা মোশন পিকচার্স এবং অ্যাক্রোপলিস এন্টারটেনমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড।

মাঠে ময়দানে
16 January, 2026 • Friday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দক্ষিণ আফ্রিকার পোচেস্ট্রুমে ৩২ দিনের প্রি-সিজন ট্রেনিং নেবেন নীরজ চোপড়া

দ্বিতীয় ডিভিশন ক্লাবের কাছেও হারল রিয়াল

অবাক হারে হতাশ হয়ে মাঠ ছাড়ছেন রিয়ালের ফুটবলাররা। ডানদিকে উচ্ছ্বাস আলবাকেটের ফুটবলারদের।

আলবাকেট, ১৫ জানুয়ারি : কোচ বদলেও কপাল ফিরল না রিয়াল মাদ্রিদের। দ্বিতীয় ডিভিশন ক্লাব আলবাকেটের কাছে ২-৩ গোলে গোলে হেরে তারা বিদায় নিল কোপা ডেল রে থেকে।

মাত্র কদিন আগে জাবি আলোনসোকে ছাঁটাই করেছিল রিয়াল। কিন্তু নতুন কোচ এসেই লজ্জার হারের সম্মুখীন হলেন টুর্নামেন্টের শেষ ষোলোর ম্যাচে। ৪২ মিনিটে আলবাকেটের হয়ে প্রথম গোল করেন জাবি ভিলার। কর্নার থেকে হেডে এই গোল। তাদের বাকি দুটি গোল করেছেন পরিবর্ত জেফটে বেন্টাকুর।

বিরতির আগে রিয়াল একটি গোল শোধ করে দিয়েছিল। গোলকিপারের হাত থেকে ছিটকে আসা বল পেয়ে দ্রুত জালে জড়িয়ে দেন ফ্রাঙ্কো মাস্তানাতুনো। বিরতির পর ম্যাচের দখল পুরোপুরি চলে যায় আলবাকেটের হাতে। বার দুয়েক তারা গোলের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েও লক্ষ্য পূরণ করতে পারেনি। রিয়াল এইসময় গোলের জন্য মরিয়া চেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছে।

৮২ মিনিটে জেফতে ২-১ করে দেন। অতঃপর স্টপেজ টাইমে রিয়াল ২-২ করতে পেরেছিল টানা কয়েকটি কর্নারের মাঝখানে। রিয়াল অবশেষে গোল শোধ করতে পারে গঞ্জালোর হেড থেকে। কিন্তু রিয়ালের সময় ভাল যাচ্ছে না। কোচ বদলের পরেও। তা না হলে শেষমুহূর্তে তারা আলবাকেটের জেফতের গোলে ম্যাচ হাতছাড়া করবে কেন। অথচ একসময় মনে হচ্ছিল ম্যাচ এক্সট্রা টাইমে যাবে।

এই জয়ের ফলে লা লিগার দ্বিতীয় ডিভিশনের একটি দল পরের রাউন্ডে চলে গেল। আর বিশ্বের অন্যতম সেরা দল রিয়াল মাদ্রিদ কোপা ডেল রে থেকে ছিটকে গেল।

সিনার-জকোভিচ দ্বৈরথ হয়তো সেমিফাইনালে

মেলবোর্ন, ১৫ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হল অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সূচি। একই অর্ধে পড়েছেন শেষ দু'বারের চ্যাম্পিয়ন জানিক সিনার এবং নোভাক জকোভিচ। সেমিফাইনালেই মুখোমুখি হতে পারেন দু'জনে। শীর্ষ বাছাই কার্লোস আলকারেজ রয়েছেন অন্য অর্ধে। ফলে ফাইনালের আগে আলকারেজ-সিনার দ্বৈরথ হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। রবিবার থেকে শুরু হচ্ছে বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম। টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় বাছাই সিনার প্রথম রাউন্ডে খেলবেন ফ্রান্সের হুগো গ্যাস্টনের বিরুদ্ধে। আলকারেজের প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডাম ওয়ালটন। চতুর্থ বাছাই জকোভিচ অভিযান শুরু করবেন স্পেনের পেদ্রো মার্তিনেজের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে। তৃতীয় বাছাই তথা গতবারের ফাইনালিস্ট আলেকজান্ডার জেরেভের প্রতিদ্বন্দ্বী কানাডার গ্যাব্রিয়েল দিয়ালো। মেয়েদের সিঙ্গলসের শীর্ষ বাছাই আরিয়ানা সাবালেঙ্কা প্রথম রাউন্ডে প্রতিপক্ষ হিসাবে পেয়েছেন ফ্রান্সের তিয়ানতোসা রাকোতোমাঙ্গাকে। গতবারের চ্যাম্পিয়ন ম্যাডিসন কিজ অভিযান শুরু করবেন ইউক্রেনের আলেকজান্দ্রা ওলিনিকোভার বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে। দ্বিতীয় বাছাই ইগা সুইয়াটেক প্রথম রাউন্ডে মুখোমুখি হবেন কোয়ালিফায়ারের। তৃতীয় বাছাই কোকো গফের প্রতিদ্বন্দ্বী উজবেকিস্তানের কামিলা রাখিমোভা। প্রসঙ্গত, সাবালেঙ্কার সঙ্গে একই অর্ধে পড়ছেন গফ। ফলে সেমিফাইনালে দু'জনের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। অস্ট্রেলিয়ান ওপেন চ্যাম্পিয়ন হলে ২২ বছর বয়সেই কেরিয়ার গ্র্যান্ড স্ল্যাম সম্পূর্ণ করবেন আলকারেজ। কিংবদন্তি রজার ফেডেরার বলছেন, এত কম বয়সে এই কৃতিত্ব অর্জন করতে পারলে সেটা হবে অবিশ্বাস্য ব্যাপার!

জয় দিয়েই যাত্রা শুরু করল ভারত

বুলাওয়াও, ১৫ জানুয়ারি : অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপে জয় দিয়ে অভিযান শুরু করল ভারত। বৃহস্পতিবার বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ভারতীয়রা ৬ উইকেটে হারিয়েছে আমেরিকাকে। তবে বিশ্বকাপের শুরুটা ভাল হল না বৈভব সূর্যবংশীর। চার বলে মাত্র ২ রান করে বিপক্ষের পেসার ঋত্বিক আপ্পিডির বলে ক্লিন বোল্ড হন বৈভব।

ম্যাচের সেরা হেনিল।

প্রথমে ব্যাট করতে নেমে, ভারতীয় পেসার হেনিল প্যাটেলের দাপটে ৩৫.২ ওভারে মাত্র ১০৭ রানেই গুটিয়ে গিয়েছিল আমেরিকা। হেনিল ৭ ওভারে ১৬ রান দিয়ে ৫ উইকেট দখল করেন। এরপর ভারত ১ উইকেটে ২১ রান তোলার পর বৃষ্টিতে দীর্ঘক্ষণ খেলা বন্ধ ছিল। পরে খেলা শুরু হলে ভারতের টার্গেট দাঁড়িয়েছিল ৩৭ ওভারে ৯৬ রান। ১৭.২ ওভারে ৪ উইকেটে ৯৯ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় ভারত।

বৈভব আউট হওয়ার পর, দ্রুত প্যাভিলিয়নে ফেরেন বেদান্ত ত্রিবেদী (২) এবং অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রে (১৯)। ফলে ২৫ রানেই ৩ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে গিয়েছিল ভারত। ওই পরিস্থিতি থেকে দলকে টেনে তোলেন অভিজ্ঞান কুণ্ডু। বিহান মালহোত্রার (১৭ বলে ১৮ রান) সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ৪৫ রান যোগ করেন অভিজ্ঞান। শেষ পর্যন্ত ৪১ বলে ৪২ রান করে নট আউট থাকেন। তাঁর সঙ্গে ১৪ বলে ১০ করে অপরাজিত থাকেন কণিষ্ক চৌহান।

শেষ আটে লক্ষ্য, হার সাত্ত্বিকদের

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : ইন্ডিয়া ওপেন সুপার ৭৫০ ব্যাডমিন্টনের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন লক্ষ্য সেন। তবে বৃহস্পতিবারই ছেলেদের সিঙ্গলস থেকে ছিটকে গেলেন আরও দুই ভারতীয় তারকা কিদাম্বি শ্রীকান্ত ও এইচ এস প্রণয়। এদিন লক্ষ্য কোর্টে নেমেছিলেন কেন্টা নিশিমোতোর বিরুদ্ধে। প্রথম গেমে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হলেও, শেষ পর্যন্ত ২১-১৯, ২১-১০ গেমে জাপানি প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করে শেষ আটের ছাড়পত্র আদায় করে নেন লক্ষ্য।

তবে ছিটকে গেলেন সাত্ত্বিকসাইরাজ রাংকিরেড্ডি ও চিরাগ শেঠি। ভারতীয় জুটি এদিন তিন গেমের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর, ২৭-২৫, ২১-২৩, ১৯-২১ ফলে হেরে যান জাপানের হিরোকি মিডোরিকাওয়া ও কোয়েহি ইয়ামাশিতার কাছে। এদিকে, ফ্রান্সের ক্রিস্টো পোপোভের বিরুদ্ধে লড়াই করেও ১৪-২১, ২১-১৭, ১৭-২১ গেমে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিলেন শ্রীকান্ত। অন্যদিকে, সিঙ্গাপুরের লহ কেন ইউয়ের কাছে ২১-১৮, ১৯-২১, ১৪-২১ গেমে হেরে গিয়েছেন প্রণয়।

লন্ডন ডার্বিতে জয়ী আর্সেনাল

লন্ডন, ১৫ জানুয়ারি : লিগ কাপের সেমিফাইনালে চেলসির বিরুদ্ধে ৩-২ গোলে জয় ছিনিয়ে নিল আর্সেনাল। এদিন আর্সেনালকে দু'টি গোল উপহার দেন চেলসি গোলকিপার ডেভিড স্যাঞ্চেজ! ম্যাচের ৭ মিনিটেই স্যাঞ্চেজের ভুলে কর্নার থেকে হেডে গোল করে আর্সেনালকে এগিয়ে দেন বেন হোয়াইট। ৪৯ মিনিটে স্যাঞ্চেজের ভুল পাস থেকে ২-০ করেন ভিক্টর গোয়কোরেস। পিছিয়ে পড়েও হাল ছাড়েনি চেলসি। ৫৭ মিনিটে ১-২ করেন আলেকজান্দ্রো গারনাচো। কিন্তু ৭১ মিনিটে ফের ৩-২ গোলে এগিয়ে যায় আর্সেনাল। এবারের গোলদাতা মার্টিন জুবিমেন্দি। ৮৩ মিনিটে গারনাচোর গোলে ২-৩ করলেও, হার এড়াতে পারেনি চেলসি। ফিরতি সেমিফাইনালে আর্সেনালের মাঠে খেলবে চেলসি। ফাইনালে ওঠতে অন্তত দু'গোলের ব্যবধানে জিততে হবে তাদের।

মরক্কো-সেনেগাল আফ্রিকা সেরার দৌড়ে

রাবাত, ১৫ জানুয়ারি : আফ্রিকা কাপ অফ নেশনস জেতার স্বপ্ন অধরাই মহম্মদ সালাহর। আরও একবার তাঁর মুখের হাসি কাড়লেন প্রাক্তন সতীর্থ সাদিও মানে। সেমিফাইনালে মানের গোলেই সেনেগাল ১-০ গোলে হারিয়েছে সালাহর মিশরকে। এর আগে ২০২২ সালের আফ্রিকা কাপ অফ নেশনসের ফাইনালেও টাইব্রেকারে সেনেগালের কাছে হেরেছিল মিশর।

সতীর্থদের সঙ্গে গোলের উচ্ছ্বাস মানের।

রবিবার ফাইনালে সেনেগাল মুখোমুখি হবে আয়োজক মরক্কোর। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মরক্কো টাইব্রেকারে নাইজেরিয়াকে ৪-২ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে। নির্ধারিত এবং অতিরিক্ত সময়ে ম্যাচের ফল ছিল গোলশূন্য। প্রথম সেমিফাইনালে শুরু থেকেই মিশরকে চাপে রেখেছিল সেনেগাল। তবে গোলের জন্য তাদের অনেকটা সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে। অবশেষে ৭৮ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে দুরন্ত শটে জাল কাঁপান মানে। অন্যদিকে, হতাশ করেছেন সালাহ। এদিকে, মরক্কোর জয়ের নায়ক অভিজ্ঞ গোলকিপার ইয়াসিন বুনু। পেনাল্টি শুটআউটে বুনু নাইজেরিয়ার স্যামুয়েল চুকুয়েজে ও ব্রুনো অনিয়েমায়েচির শট রুখে দেন। ২০০৪ সালে শেষবার আফ্রিকা কাপ অফ নেশনসের ফাইনালে উঠেছিল মরক্কো। সেবার তিউনিশিয়ার কাছে হেরে রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল তাদের।

প্লেয়ার-বিদ্রোহে বরখাস্ত বিসিবি কর্তা

ঢাকা, ১৫ জানুয়ারি : চাপের মুখে অবশেষে নতিস্বীকার করল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। বোর্ডের অর্থ কমিটির চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল নাজমুল ইসলামকে। তামিম ইকবালকে 'ভারতের দালাল' বলে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন নাজমুল। তখনও প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন বেশ কিছু তারকা ক্রিকেটার এবং ক্রিকেটারদের সংগঠন 'কোয়াব'। বুধবার বিশ্বকাপ খেলতে না গেলে, ক্রিকেটারদের বিসিবি ক্ষতিপূরণ দেবে কি না, এই প্রশ্নের জবাবে নাজমুল বলেন, ওরা তো খেলতে গিয়ে কিছুই করতে পারে না। অথচ আমরা ওদের পিছনে কোটি কোটি টাকা খরচ করি। আমরা কি ওদের কাছে টাকা ফেরত চাই? বোর্ডই যদি না থাকে, তাহলে ক্রিকেট বা ক্রিকেটাররা থাকবে কী করে?

এতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন বাংলাদেশ ক্রিকেটাররা। কোয়াবের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মিঠুন জানান, নাজমুলকে যতক্ষণ না বোর্ড বরখাস্ত করছে, ততক্ষণ ক্রিকেটাররা মাঠে নামবেন না। বৃহস্পতিবার বিপিএলের ম্যাচ বয়কট করেন ক্রিকেটাররা। চাপে নাজমুলকে শো-কজ করেছিল বোর্ড। দিনভর নাটকের পর বিসিবি-র পক্ষ থেকে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয় নাজমুলকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ের পুর নির্বাচনে ভোট দিলেন শচীন তেন্ডুলকর

মাঠে ময়দানে

16 January, 2026 • Friday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

প্রাক্তন স্বামীকে ফের একহাত মেরি কমের

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : দু'বছর হয়ে গেল বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে। অথচ অলিম্পিক পদকজয়ী পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বক্সার মেরি কম ও তাঁর প্রাক্তন স্বামী ওনলারের মধ্যে ঝামেলা মেটার নাম নেই। গত এক সপ্তাহ ধরে একে অন্যের বিরুদ্ধে লাগাতার তোপ দেগে চলেছেন দু'জনে।

মেরির দাবি ছিল, তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি হাতিয়ে নিয়েছেন প্রাক্তন স্বামী। পাল্টা ওনলার মেরির বিরুদ্ধে একাধিকবার পরকীয়াতে জড়ানোর অভিযোগ তুলেছিলেন। এবার মেরির তোপ, ওনলার জীবনে একটা পয়সাও রোজগার করেনি। পথে পথে ফুটবল খেলে বেড়াত। কোনও আত্মত্যাগ নেই। দিনরাত শুধু পড়ে পড়ে ঘুমোত। আমি ওকে বিশ্বাস করে পুরো উপার্জনের অর্থ তুলে দিতাম। কিন্তু পরে দেখি, ও আমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফাঁকা করে দিয়েছে।

এর জবাবে মেরির প্রাক্তন স্বামীর বক্তব্য, বিয়ের সময় আমি চুক্তিবদ্ধ ফুটবলার ছিলাম। ইউপিএসসি-র জন্য তৈরি হচ্ছিলাম। মেরির বক্সিং কেরিয়ার যাতে মসৃণভাবে এগোয়, তার জন্য প্রচুর আত্মত্যাগ করেছি। ফুটবল ছেড়ে সন্তানদের লালন-পালন করেছি। সবটাই করেছিলাম মেরিকে ভালবেসে। সব মিলিয়ে দু'জনের মধ্যে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি থামার নাম নেই!

চলে গেলেন অজয় ভার্মা

প্রতিবেদন : হঠাৎ হৃদরোগে প্রয়াত বাংলার প্রাক্তন ক্রিকেটার অজয় ভার্মা। বাংলার জার্সিতে ২৫টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছেন এই স্পিনার-অলরাউন্ডার। বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে তিনি অসুস্থবোধ করেন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীনই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। প্রাক্তন ক্রিকেটারের প্রয়াণে বাংলার ক্রিকেটমহলে শোকের ছায়া। সিএবি-র ভিশন প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ছিলেন ট্যালেন্ট হান্ট কমিটিতেও। বাংলার বয়সভিত্তিক দলগুলিকেও কোচিং করিয়েছেন। ১২ বছর বাংলার হয়ে খেলেছেন অজয় ভার্মা। ডান হাতে ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি অফ ব্রেক বল করতেন। ১২৬৩ রান করেছেন। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে রয়েছে ৪৬ উইকেট।

হার্লিনের ব্যাটে জয়ী ইউপি

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স
১৬১/৫ (২০ ওভার)
ইউপি ওয়ারিয়র্স
১৬২/৩ (১৮.১ ওভার)

চার মারছেন হার্লিন। বৃহস্পতিবার নবি মুম্বইয়ে।

নবি মুম্বই, ১৫ জানুয়ারি : টানা তিন ম্যাচ হারের পর, ডব্লুপিএলের প্রথম জয়ের স্বাদ পেল ইউপি ওয়ারিয়র্স। বৃহস্পতিবার গতবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে তারা। ইউপির জয়ে ব্যাট হাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন হার্লিন দেওল। কঠিন পরিস্থিতিতে ৩৯ বলে অপরাজিত ৬৪ রান এল হার্লিনের ব্যাট থেকে। তাঁকে দারুণ সঙ্গ দিলেন ক্লো ট্রায়ন। তিনি মাত্র ১১ বলে ২৭ রানে অপরাজিত থেকে যান। দুজনে মিলে ২০ বলে ৪৪ রান যোগ করে ইউপিকে ১১ বল হাতে রেখেই জয় উপহার দেন।

এদিন অলরাউন্ডার আমোনজ্যোৎ কৌরকে ওপেনে পাঠিয়ে ফাটকা খেলেছিল মুম্বই টিম ম্যানেজমেন্ট। নিয়মিত ওপেনার গুনালান কমলিনী ৫ রান করে প্যাভিলিয়নে ফিরলেও, ৩৩ বলে ৩৮ রান করেন দেন আমোনজ্যোৎ। শেষ দুই ম্যাচে হাফ সেঞ্চুরি হাঁকানো হরমনপ্রীত অবশ্য এদিন মাত্র ১৬ রান করেই আউট হন। ইউপির বোলারদের আঁটোসাঁটো বোলিংয়ে রানও উঠছিল ধীর গতিতে।

সেখান থেকে পাল্টা লড়াই শুরু করেন ন্যাট শিভার ব্রান্ট ও নিকোলা ক্যারি। চতুর্থ উইকেটে দু'জনে মিলে ৪৪ বলে ৮৫ রান যোগ করেন। শিভার ৪৩ বলে ৬৫ রান করে আউট হলেও, ২০ বলে ৩২ করে অপরাজিত থেকে যান ক্যারি। রান তাড়া করতে নেমে, অধিনায়ক ম্যাগ ল্যানিংয়ের (২৬ বলে ২৫) সৌজন্যে শুরুটা ভাল করেছিল ইউপি। ফোবে লিচফিল্ড করেন ২২ বলে ২৫ রান। বাকি কাজ অনায়াসে সারেন হার্লিন ও ট্রায়ন।

সাউলের চোট, যুব ডার্বি ইস্টবেঙ্গলের

প্রতিবেদন : আইএসএলের আগে ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোর চিন্তা বাড়ালেন সাউল ক্রেসপো। বৃহস্পতিবার অনুশীলনে এসে রিহ্যাবে ব্যস্ত থাকলেন লাল-হলুদের স্প্যানিশ মিডফিল্ডার। সাউলের চোটের ধারাবাহিকতা অস্কারের কপালে চিন্তার ভাঁজ বাড়াচ্ছে।

সাউলকে নিয়ে অস্বস্তির মধ্যে ইস্টবেঙ্গলকে স্বস্তি দিল জুনিয়র দলের ডার্বি জয়। এআইএফএফ এলিট যুব লিগের ডার্বিতে দশজনের মোহনবাগানকে ২-০ গোলে হারাল ইস্টবেঙ্গল। নিজেদের মাঠে গোল দু'টি করে চেসাম ইয়াহিয়া এবং প্রীতম গায়েন। লিগে প্রথম হার মোহনবাগানের। ডার্বি হারলেও আঞ্চলিক পর্বের গ্রুপে ৭ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষেই মোহনবাগান। এক ম্যাচ কম খেলে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে ইস্টবেঙ্গল।

১৯ মিনিটে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়ে কিপগেন। একজন কম নিয়ে খেলেও মোহনবাগানের জুনিয়র ব্রিগেড মরিয়া লড়াই করে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। ডার্বিতে গোল করে উচ্ছ্বসিত বাগানের প্রাক্তনী প্রীতম। ম্যাচ হেরে কান্নায় ভেঙে পড়া সবুজ-মেরুনের জয়ন্ত মণ্ডলকে সান্ত্বনা দেয় তরুণ তুর্কি। এদিন অনূর্ধ্ব ১৪ সাবজুনিয়র যুব লিগে মোহনবাগান ২-০ জিতেছে অ্যাডামাস ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে। গোলদাতা অগ্নি কুইলে ও যিশু চক্রবর্তী।

ফাইনালে বিদর্ভ

বেঙ্গালুরু : কর্নাটককে ৭ উইকেটে হারিয়ে বিজয় হাজারে ট্রফির ফাইনালে পৌঁছে গেল বিদর্ভ। পেসার দর্শন নলকন্ডের পাঁচ উইকেট এবং আমন মোখারের সেঞ্চুরিতে ভর করে চার ওভার বাকি থাকতেই ৬ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ২৮১ রান তুলে দেয় বিদর্ভ। প্রথমে ব্যাট করে শুরু থেকে উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় কর্নাটক। ফর্মে থাকা দেবদূত পাড়িক্কল এদিন ব্যর্থ। মাত্র ৪ রান করেন। তবে করুণ নায়ার ৭৬ রান করেন। জবাবে আমনের ১৩৮ এবং রবিকুমার সমর্থের ৭৬ রানের সুবাদে সহজেই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় বিদর্ভ। ফাইনালে তারা পাঞ্জাব-সৌরাষ্ট্র ম্যাচের বিজয়ীর বিরুদ্ধে খেলবে।

সংক্ষিপ্ত আইএসএলকে স্বীকৃতি, এএফসিতে ছাড়

প্রতিবেদন : অচলাবস্থা কাটিয়ে জোড়াতালি দিয়ে এবারের আইএসএল আয়োজন করতে চলেছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। যেখানে ১৬০টির উপর ম্যাচ হয় আইএসএলে, সেখানে এবার অন্তত ৭২টি ম্যাচ কম হবে। এরপরও এবারের সংক্ষিপ্ত আইএসএলকে স্বীকৃতি দিল এশীয় ফুটবল কনফেডারেশন (এএফসি)। তবে এবার পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা না হওয়ায় লিগ জিতলেও সরাসরি এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলতে পারবে না কোনও ক্লাব। যোগ্যতা অর্জন পর্ব খেলে মূলপর্বে জায়গা করে নিতে হবে তাদের। এতদিন আইএসএল লিগ-শিল্ড জয়ীরা সরাসরি এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-র মূলপর্বে খেলতে পারত।

এবার সংকটজনক পরিস্থিতির কথা তুলে ধরে এএফসি-র কাছে সংক্ষিপ্ত আইএসএলকে স্বীকৃতি দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিল ফেডারেশন। অবশেষে এএফসি ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের আবেদন মঞ্জুর করে চিঠি দিয়েছে। ফলে আইএসএল চ্যাম্পিয়ন এবং সুপার কাপ বিজয়ীদের এএফসি স্লট পেতে আর কোনও সমস্যা রইল না। তবে যোগ্যতা অর্জন খেলেই মূলপর্বে খেলার ছাড়পত্র পেতে হবে। 'ম্যাচ ক্রাইটেরিয়া' মেনে কোনও দেশের সর্বোচ্চ লিগকে এএফসি-র অনুমোদন পেতে হলে ন্যূনতম ২৪টি করে ম্যাচ খেলতে হয় দলগুলিকে। কিন্তু এবার সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে হবে আইএসএল। তাই 'ম্যাচ কোটা' পূরণ করা সম্ভব নয়। এএফসি-র কাছে এই সব কিছু জানিয়ে চিঠি দিয়েছিল ফেডারেশন। তাতে লিগকে মান্যতাই দিল এএফসি। এদিকে, আইএসএল চালাতে যে গভর্নিং কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তাতে ফেডারেশনের 'ভেটো পাওয়ার' নিয়ে সন্তুষ্ট নয় ক্লাবগুলি। এই প্রস্তাব দ্রুত সংশোধন করে যাবতীয় জটিলতা কাটিয়েই লিগের সূচি ও ফরম্যাট চূড়ান্ত করতে চায় ফেডারেশন। কিন্তু ক্লাবগুলি এখন তাদের লিগ্যাল সেলের সঙ্গে কথা বলেই সমস্যার সামাধান চায়।

জয়ী বর্ধমান

প্রতিবেদন : টানা চার জয়ের পর শেষ ম্যাচে ড্র করেছিল বর্ধমান ব্লাস্টার্স। বৃহস্পতিবার অরবিন্দ স্টেডিয়ামে এফসি মেদিনীপুরকে চার গোল দিয়ে জয়ের সরণিতে ফিরল বর্ধমান। ৪-১ গোলে জিতে লিগ টেবলে চারে উঠে এল সন্দীপ নন্দীর দল। বর্ধমানের হয়ে জোড়া গোল করেন টি চুইটচো। বাকি দুই গোলদাতা উজ্জ্বল ও বিজয়। বর্ধমান এগিয়ে যাওয়ার পর ৬ মিনিটেই সাবিরের দুরন্ত গোলে ম্যাচে সমতা ফিরিয়েছিল মেদিনীপুর। ২৮ মিনিটে উজ্জ্বলের গোলে ২-১ করে বর্ধমান। দ্বিতীয়ার্ধে বিজয় ও টিচুইটচোর গোলে জয় নিশ্চিত করে তারা। ১১ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট বর্ধমানের। সপ্তম হারে মেদিনীপুর সাতে।

ডায়মন্ড হারবারের ৫ গোল

প্রতিবেদন : রিল্যায়েন্স ফাউন্ডেশন ডেভেলপমেন্ট লিগে (আরএফডিএল) দাপটে শুরু ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাবের। বৃহস্পতিবার কল্যাণী স্টেডিয়ামে হোম ম্যাচে ডায়মন্ড হারবার ৫-০ গোলে বিধ্বস্ত করল ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবকে। হ্যাটট্রিক করেন কাজি তালাল। ডায়মন্ড হারবারের বাকি দুই গোলদাতা শুভদীপ ও সুপ্রতীম।

হ্যাটট্রিক তালালের।

শুরু থেকেই আধিপত্য নিয়ে খেলে ডায়মন্ড হারবার। ৩৫ মিনিটে শুভদীপের গোলে এগিয়ে যায় দল। বিরতিতে ১-০ থাকে স্কোরলাইন। দ্বিতীয়ার্ধে ডায়মন্ডের আক্রমণের সামনে কার্যত উড়ে যায় ভিক্টোরিয়ার যাবতীয় প্রতিরোধ। আরও চার গোল করে ডায়মন্ড হারবারের তরুণ ব্রিগেড। ৫০ মিনিটে সুপ্রতিম ২-০ করেন। এরপর কাজির কামাল। পর পর তিন গোল করে ডায়মন্ডকে বড় জয় এনে দেন কাজি।

আরএফডিএলে জুনিয়র ব্রিগেডের দারুণ শুরুর পর কিবু ভিকুনার তত্ত্বাবধানে ডায়মন্ড হারবারের সিনিয়র দলও শুক্রবার থেকে আই লিগের চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে নেমে পড়ছে। জটিলতা কাটিয়ে আই লিগ শুরু হতে ফেব্রুয়ারির শেষ হয়ে যেতে পারে।

সৌম্যারা তুরস্কয়

প্রতিবেদন: ভারতীয় মহিলা ফুটবল দল এশিয়ান কাপের মূলপর্ব খেলবে মার্চে অস্ট্রেলিয়ায়। তার আগে তুরস্কয় প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে গেল ভারতীয় দল। ১৮ জানুয়ারি এফসি মেটালিস্টের বিরুদ্ধে খেলবেন সৌম্যা গুগুলোথ, সঙ্গীতা বাসফোররা। ২১ জানুয়ারি এফসি জুরিখের বিরুদ্ধে খেলবে ভারত। ২৪ জানুয়ারি প্রতিপক্ষ এফসি স্লিয়েরেন।

আইসিসির বিচারে ডিসেম্বর মাসের সেরা ক্রিকেটার হলেন মিচেল স্টার্ক

ওয়াশিংটনের চোট গুরুতর

■ **মুম্বই :** প্রথমে যা ভাবা গিয়েছিল, ওয়াশিংটন সুন্দরের চোট তার থেকেও গুরুতর। একদিনের সিরিজের পর টি ২০ সিরিজেরও বাইরে চলে গিয়েছেন চেন্নাই অলরাউন্ডার। এখন শোনা যাচ্ছে টি ২০ বিশ্বকাপেও তিনি অনিশ্চিত। ওয়াশিংটনকে সেন্টার অফ একসেলেন্সের চিকিৎসকরা নজরে রাখছেন। প্রথমে ভাবা হয়েছিল ওয়াশিংটনের সাইড স্ট্রেইন হয়েছে। পরে দেখা যায় চোট তার থেকে গুরুতর। এখন দেখা হবে ওয়াশিংটনের চোট পাঁজরেও পৌঁছেছে কিনা। কারণ, এখনও ব্যথা রয়েছে। এই জন্যই বিশ্বকাপে তিনি অনিশ্চিত। হয়তো পরের দিকে খেলতে পারেন।

ঘুড়ি উড়িয়ে চর্চায় হার্দিক

■ **জয়পুর :** মকর সংক্রান্তিতে বান্ধবী মাহিকা শর্মার সঙ্গে জয়পুরে ঘুড়ি-উৎসবে শামিল হলেন হার্দিক পান্ডিয়া। তারকা ভারতীয় অলরাউন্ডারকে ঘুড়ি ওড়াতেও দেখা গিয়েছে। সেই ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই তাঁর ফিটনেস এবং চলতি ওয়ান ডে সিরিজে অনুপস্থিতি নিয়ে চর্চা শুরু হয়। ভক্তদের একজন পোস্টে লেখেন, ঘুড়ি ওড়ানো নয়, আমরা হার্দিককে ওয়ান ডে সিরিজে দেখলে খুশি হতাম। ঘুড়ি ওড়ানোর সময় হার্দিককে হাতে টেপ জড়িয়ে নিতেও দেখা যায়। যাতে ঘুড়ির ধারালো সুতোয় আঙুল না কাটে। হার্দিককে ফিটনেসের কারণেই ওয়ান ডে দলে রাখা হয়নি। কারণ, টানা ১০ ওভার বোলিং করার ছাড়পত্র এখনও তাঁকে দেয়নি বোর্ডের চিকিৎসকেরা। তবে ব্যাট হাতে রয়েছেন দুরন্ত ছন্দে।

নেতা সিরাজ

■ **হায়দরাবাদ :** গুরুদায়িত্ব চাপল মহম্মদ সিরাজের কাঁধে। রঞ্জি ট্রফির বাকি মরশুমে হায়দরাবাদকে নেতৃত্ব দেবেন ডানহাতি ভারতীয় পেসার। প্রসঙ্গত, আগামী ২২ এবং ২৯ জানুয়ারি যথাক্রমে মুম্বই ও ছত্তিশগড়ের মুখোমুখি হবে হায়দরাবাদ। চোটের জন্য ছিটকে গিয়েছেন হায়দরাবাদের নিয়মিত অধিনায়ক তিলক ভার্মা। তাঁর অনুপস্থিতিতে রাজ্যদলকে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পেলেন সিরাজ। চলতি মরশুমে হায়দরাবাদের হয়ে একটিও রঞ্জি ম্যাচ খেলেননি সিরাজ।

নীতীশে হতাশ, রোহিতের ফর্মও কোচের নজরে

রাজকোট, ১৫ জানুয়ারি : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে চলতি সিরিজের প্রথম দু'ম্যাচে বড় রান করতে ব্যর্থ রোহিত শর্মা। বরোদায় ২৬ রানের পর রাজকোটে ২৪ করে আউট হন রোহিত। দু'বারই বড় শট খেলতে গিয়ে আউট হয়েছেন তিনি। রোহিতের ব্যর্থতার কারণ হিসাবে পর্যাপ্ত ম্যাচ প্র্যাকটিসের অভাবকে দায়ী করছেন গৌতম গম্ভীরের সহকারী রায়ান টেন দুশখাতে।

দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে হারের পর দুষখাতে বলেছেন, দুটো ইনিংসেই শুরুর দিকে পিচ নতুন বলের জন্য আদর্শ ছিল। ওই সময় ব্যাট করা মোটেই সহজ ছিস না। প্রথম ম্যাচে রোহিতকে যতটা স্বচ্ছন্দ দেখেছিলাম, দ্বিতীয় ম্যাচে সেটা মনে হয়নি। তাই ওর পক্ষে রান করা কঠিন হচ্ছে। এর প্রধান কারণ সিরিজের আগে রোহিত যথেষ্ট ক্রিকেট খেলেনি। ভারতীয় বোর্ডের ফতোয়া মেনে ঘরোয়া ক্রিকেটে বিজয় হাজারে ট্রফির দুটো ম্যাচ খেলেছেন রোহিত। নিজের ফিটনেস নিয়েও প্রচুর খাটছেন। অনেকটাই ওজনও কমিয়েছেন। তাই তাঁকে নিয়ে গম্ভীরের সহকারীর এহেন মন্তব্যে বিস্মিত ক্রিকেট মহল।

একই সঙ্গে অলরাউন্ডার নীতীশ রেড্ডিকে নিয়েও টিম ম্যানেজমেন্ট যে অখুশি, সেটা পরিষ্কার জানিয়েছেন দুশখাতে। তাঁর বক্তব্য, অনেকগুলো ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারছে না নীতীশ। এই ম্যাচে ওর সামনে সুযোগ ছিল অন্তত ১৫ ওভার ব্যাটিং করার। কিন্তু সেটা পারেনি। পাশাপাশি আরও একজন স্পিনার না খেলানোর সিদ্ধান্ত যে বুমেরাং হয়েছে, সেটাও স্বীকার করেছেন দুশখাতে। তিনি বলেন, এই ম্যাচে একজন বাড়তি স্পিনার থাকলে ভাল হত। আমরা ভেবেছিলাম, এই পিচে নীতীশ বল হাতে সফল হবে। হঠাৎ করে আয়ুষ বাদোনিকে মাঠে নামিয়ে দিতে চাইনি। তবে নিউজিল্যান্ডের বোলিং দেখে মনে হচ্ছে, আরও একজন স্পিনার থাকলে ভালই হত।

কিউয়িদের জয়ে গাভাসকর অবাক

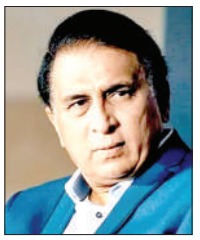

রাজকোট, ১৫ জানুয়ারি : তিনি ভাবতেই পারেননি নিউজিল্যান্ড শেষমেশ রাজকোটে জিতবে। কিন্তু ঠিক সেটাই হয়েছে। অতএব, তাদের এই জয়ে অবাক হয়েছেন সুনীল গাভাসকর।

ড্যারেল মিচেল ও উইল ইয়ংয়ের অসাধারণ ব্যাটিং নিউজিল্যান্ডকে ৭ উইকেটে জয় এনে দিয়েছে। মিচেল সেঞ্চুরি করে অপরাজিত থেকে যান। স্লো উইকেটে তিনি ভারতীয় বোলিংকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়েন। এক রানকে দুইয়ে পরিণত করে চাপ তৈরি করেছিলেন ফিল্ডারদের উপরেও। এই চাপে ক্যাচ যেমন পড়েছে, তেমনই বলও গলেছে কয়েকবার। জিওস্টার-এ গাভাসকর বলেছেন, নিউজিল্যান্ডকে এত সহজে ভারতের রান টপকে যেতে দেখে অবাক হয়েছি। কারণ, ওরা ব্যাটিং শুরু করার আগে অনেকে ভেবেছিল ভারতীয় বোলাররা স্লো উইকেটের ফয়দা তুলবে। শুধু স্পিনার নয়, জোরে বোলাররাও উইকেট থেকে সুবিধা পাচ্ছিল। তখন মনে হয়েছিল ভারত নিউজিল্যান্ডকে ২৬০-৭০-এ আটকে রাখবে। আমারও মনে হয়েছিল ভারত সহজে জিতবে।

এরপর গাভাসকর বলেন, নিউজিল্যান্ডকে কৃতিত্ব দিতে হবে। বিশেষ করে ইয়ং আর মিচেলের পার্টনারশিপকে। ওদের দেড়শোর পার্টনারশিপই ম্যাচ নিয়ে চলে গেল। ওরা দেখিয়েছে কীভাবে হাতে সেটল হওয়ার জন্য সময় নিয়ে তিনশো রানও চেজ করা যায়। এক্ষেত্রে উইকেটের মাঝে দৌড়ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে জানিয়েছেন প্রাক্তন ওপেনার। গাভাসকরের কথায়, মিচেল শুধু সেঞ্চুরি করেনি, দ্রুত সিঙ্গলস নিয়ে ফিল্ডারদের চাপে রেখেছিল। অতএব, মিচেলকে কৃতিত্ব দিতেই হবে। এক রানকে দুইয়ে পরিণত করায় মিচেলের ফিটনেস ও দায়বদ্ধতারও প্রমাণ মিলেছে বলে জানিয়েছেন গাভাসকর।

রাহুল এখন অনেক পরিণত, দাবি শাস্ত্রীর

রাজকোট, ১৫ জানুয়ারি : রাজকোটে কে এল রাহুলের ব্যাটিং দেখে মুগ্ধ রবি শাস্ত্রী। কোনও রাখঢাক না করেই তিনি জানাচ্ছেন, ক্রিকেটার হিসাবে রাহুল এখন অনেক পরিণত।

কিউয়িদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে ভারত হেরে গেলেও, ৯২ বলে অপরাজিত ১১২ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলেছেন রাহুল। বৃহস্পতিবার বিসিসিআইয়ের সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করা এক ভিডিওতে ডানহাতি কর্নাটকির প্রশংসা করে শাস্ত্রী বলেন, রাহুল অনেক পরিণত হয়েছে। যখন ক্রিজে এসেছিল, তখন পরিস্থিতি বেশ কঠিন ছিল। কিন্তু যেভাবে ভারতীয় দলকে ওই পরিস্থিতি থেকে লড়াই করার মতো রানে পৌঁছে দেয়, তার প্রশংসা করতেই হবে।

শাস্ত্রী আরও বলেছেন, এই ম্যাচে পাঁচ নম্বরে ব্যাট করতে নেমেছিল। ও ক্রিজে আসার পরেই বিরাট কোহলি আউট হয়ে যায়। দলের রান তখন ৪ উইকেটে ১১৮। পিচেও বল পড়ে ধীর গতিতে ব্যাটে আসছিল। কিন্তু ৩০-৪০ রানে পৌঁছনোর পর থেকেই হাত খুলে খেলেছে রাহুল। বেশ কিছু অসাধারণ শট মেরেছে। দেখে একবারের জন্যও মনে হয়নি চাপে আছে। শাস্ত্রীর সুরে সুর মিলিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার ইয়ান স্মিথও। তাঁর বক্তব্য, রাহুল অত্যন্ত পরিণত ক্রিকেটার। গোটা পরিস্থিতি দারুণভাবে সামলেছে। অত্যন্ত বুদ্ধিমান ক্রিকেটার। হাতে সব ধরণের শট রয়েছে। ম্যাচের কোন সময় খোলস ছেড়ে বেরোতে হয়, সেটা খুব ভাল করেই জানে।

রশিদদের গণ্ডি পরাল বোর্ড

■ **কাবুল :** এখন থেকে চাইলেই সব দেশের টি-২০ ক্রিকেট লিগে খেলতে পারবেন না রশিদ খানরা। বৃহস্পতিবার আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের বার্ষিক সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, চলতি বছরের অক্টোবরে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে শুরু হবে আফগানিস্তানের ঘরোয়া টি-২০ লিগ। সেখানে রশিদদের খেলা বাধ্যতামূলক। তার বাইরে সবাধিক তিনটি দেশের লিগে খেলতে পারবেন আফগান ক্রিকেটাররা। ক্রিকেটাররা যাতে জাতীয় দলের হয়ে খেলার জন্য তরতাজা থাকেন, তাই এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছে আফগান বোর্ড। প্রসঙ্গত, রশিদ-সহ একঝাঁক আফগান ক্রিকেটার আইপিএল-সহ বিভিন্ন দেশের টি-২০ লিগে গোটা বছর খেলে বেড়ান।

জাদেজার ব্যর্থতায় শ্রীকান্ত চান অক্ষরকে

রাজকোট, ১৫ জানুয়ারি : একদিনের ক্রিকেটে রবীন্দ্র জাদেজার সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স হতাশজনক। অলরাউন্ডার হলেও ব্যাটিং ও বোলিং, দুই বিভাগেই তিনি ব্যর্থ। রাজকোটে ৪৪ বলে তিনি ২৭ রান করেছেন। এরপর ৮ ওভার বল করে ৪৪ রান দিয়েও উইকেট পাননি।

২০২৭ বিশ্বকাপের আগে এই পারফরম্যান্সের পর জাদেজাকে ঘিরে প্রশ্ন উঠছে। বিশেষ করে অক্ষর প্যাটেলের মতো সাদা বলের সফল অলরাউন্ডার যখন দলে ঢুকতে পারছেন না। শেষ পাঁচটি একদিনের ম্যাচে জাদেজার সংগ্রহ একটি উইকেট। এতে তাঁর বলের ধার কমে গিয়েছে বলে মনে করছেন অনেকে। অক্ষর তুলনায় অনেক ধারাবাহিক। কিন্তু নির্বাচকরা জাদেজার উপরেই ভরসা রেখেছেন।

রাজকোটে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে ভারতের ৭ উইকেটে হারের পর প্রাক্তন নির্বাচক প্রধান কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত বলেছেন, জাদেজা আমার অন্যতম ফেবারিট ক্রিকেটার। কিন্তু এখন ওকে দেখে মনে হচ্ছে কী করতে হবে জানে না। আক্রমণে যাবে নাকি হাওয়ায় বল রাখবে এই নিয়ে দোটানায় রয়েছে। এরপর শ্রীকান্ত সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন, কেন অক্ষরকে বাইরে রাখা হয়েছে? অক্ষর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভাল বল করেছে। টি ২০ বিশ্বকাপে দলকে চ্যাম্পিয়ন করেছে। এখন ও কোথায়? এতে দলেরই ক্ষতি হচ্ছে।

৭১টি একদিনের ম্যাচে ৭৫টি উইকেট রয়েছে অক্ষরের। ব্যাটেও তিনটি হাফ সেঞ্চুরি রয়েছে। অক্ষর ছাড়া জাদেজার বিকল্প হতে পারেন শাহবাজ আমেদ। তিনি ২০২৫-২৬-এর বিজয় হাজারে ট্রফিতে ৬ ইনিংসে ৩৯০ রান করেছেন। গড় ১৩০। ছ'টি উইকেটও নিয়েছেন। এছাড়া রিয়ান পরাগ, মানব সুতারের নামও জাদেজার বিকল্প হিসাবে লাইনে রয়েছে।